সংস্কৃত নাটকীয় কথা।

শ্রীহর্ষ কৃত।—

রত্নাবলী, নাগানন্দ ও প্রিয়দর্শিকা।

হুগলী কলেজ, রিপণ কলেজ ও দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর
ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত ও বঙ্গ ভাষার অধ্যাপক—

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল এম্, এ, বি, এল

প্রণীত।

প্রকাশক—

শ্রীব্রজেন্দ্র মোহন দত্ত।

ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী,

৬৭নং কলেজ ষ্ট্রীট্ কালকাতা।

মূল্য ॥৹ আট আনা

উৎসর্গ পত্র।

প্রাচীন ঋষিকল্প সৌম্যমূর্ত্তি মহাত্মা

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

এম্, এ, পি, আর্, এস,

পণ্ডিতর্ষি মহাশয়ের করকমলে ভক্তি ও শ্রদ্ধার

নিদর্শন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

সমর্পিত হইল।

সূচিপত্র।

—•••—

ভূমিকা।

সংস্কৃত সাহিত্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নাটক আছে। প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ পণ্ডিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত শকুন্তলা নাটকের উপাখ্যান ভাগ প্রথমে বঙ্গভাষায় প্রচারিত করিয়া দীনা মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি উত্তরচরিতের অংশ অবলম্বনপূর্ব্বক "সীতার বনবাস" রচনা করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ পণ্ডিত ৺রামগতি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ও বীরচরিতের উপাখ্যান ভাগ লইয়া "রামচরিত" রচনা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত নাটকগুলির উপাখ্যান ভাগ বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করতঃ "সংস্কৃত নাটকীয় কথা" নামে প্রচারিত করিতে অভিলাষী হইয়াছি। পূর্ব্বোক্ত মনীষিগণ অগাধজ্ঞানসম্পন্ন ও বিশিষ্টশক্তিশালী পুরুষ ছিলেন; কিন্তু মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির সে জ্ঞান ও শক্তি কোথায়? তবে এ বৃথা প্রয়াস ও দুরাশা কেন? উত্তরে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চেন্‌সলার্‌ মহাশয় কৃত ১৯০৭ খৃঃ অব্দের কন্‌ভোকেসন্‌ বক্তৃতা এবং তাঁহার নবদ্বীপ-বিবুধজননী-সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা আমাকে এই চপলতায় প্রধানতঃ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। পত্রারম্ভে উক্ত

দুইটি বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত হইল। আমাদের সহৃদয় ভাইস্-চেন্সেলর্ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বঙ্গভাষানুশীলন সম্বন্ধে যেরূপ উৎসাহ ও আশাবাণী প্রদান না করিলে, আমি বর্ত্তমানে এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতাম কি না সন্দেহ। তাঁহার নবদ্বীপের বক্তৃতা ও অনেক যুবকের হৃদয়ে ধনার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা বলবতী রাখিবে, সন্দেহ নাই।

উক্ত উৎসাহ-বাণী শ্রবণের পর, রিপণ কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে আমার সঙ্কল্প বিজ্ঞাপিত করি। সেই প্রাচীন-ঋষিকল্প সৌম্যমূর্ত্তি মহাত্মা অতি আনন্দের সহিত আমাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করেন। তখন রিপণ কলেজে কার্য্যকালেই "রত্নাবলী-কথা" লিখিত হয়। উক্ত মহাত্মা তাহার পাণ্ডুলিপি সংশোধনপূর্ব্বক আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। অনন্তর হুগলী কলেজে অধ্যাপনা সময়ে "নাগানন্দ-কথা" লিখিত হয়। গত বৎসরে ব্যবহারাজীববৃত্তি অবলম্বন করিয়া পুরীতে বসিয়া "প্রিয়দর্শিকাকথা" সমাপ্ত করি। উক্ত তিনটি কথা সম্প্রতি একত্র পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। সহৃদয় জনগণের উৎসাহ পাইলে সমস্ত সংস্কৃত নাটকগুলির গল্পভাগ ক্রমশঃ এইরূপে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

রত্নাবলী, নাগানন্দ ও প্রিয়দর্শিকা এই তিনখানি নাটক ও নাটিকা শ্রীহর্ষকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতগণ অনেকে অনুমান

করেন যে, থানেশ্বর ও কনৌজের অধিপতি হর্ষবর্দ্ধনই (৬০৬-৬৪৮ খৃঃঅব্দ) সংস্কৃত সাহিত্যের 'নিপুণ' কবি শ্রীহর্ষদেব। সাহিত্য জগতে এই প্রকার প্রবাদও চলিয়া আসিতেছে যে, ধাবকাদি কবিগণ নাটক রচনা করিয়া রাজা শ্রীহর্ষের নামে প্রচারিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির রচয়িতা ও তাঁহাদের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে এখনও পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। এ সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান ভূমিকার উদ্দেশ্য নহে। সময় ও সুবিধামত, ভবিষ্যতে তাহা করিবার ইচ্ছা রহিল।

রাণা প্রতাপসিংহের জীবনীলেখক, পালি ধম্মপদ গ্রন্থের সুললিত পদ্যানুবাদক, দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর অধ্যাপক, মদীয় অগ্রজ-প্রতিম অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়, নাগানন্দ ও প্রিয়দর্শিকার ভাষা ও ভাব যাহাতে প্রাঞ্জল, সুললিত ও নীতিপূর্ণ হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়া আমাকে অপরিসীম কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ও কতিপয় দুর্ব্বোধ স্থলের সহজব্যাখ্যা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। উক্ত উপকারের জন্য, এবং বিশেষতঃ তাঁহার বঙ্গভাষানুরাগের জন্য, আমি তাঁহার নিকটও বিশেষ কৃতজ্ঞ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়-সম্পাদিত রত্নাবলী অবলম্বনে 'রত্নাবলী কথা' লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত ৺ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পাদিত নাগানন্দ

ও প্রিয়দর্শিকা আমার উক্তকথা সংগ্রহ সম্বন্ধে উপজীব্য হইয়াছে। উক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয়দর্শিকায় দৃঢ়বর্ম্মাকে প্রয়াগের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; (৩য় পৃষ্ঠা)। কিন্তু মান্দ্রাজ শ্রীরঙ্গনগরের বাণীবিলাসযন্ত্র হইতে প্রকাশিত প্রিয়দর্শিকায় (৪র্থ পৃষ্ঠা) ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুবাদে (২য় পৃষ্ঠা) তাহাকে অঙ্গদেশের রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই জন্য আমিও দৃঢ়বর্ম্মাকে অঙ্গাধিপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। নাটকীয় ঘটনাবলী আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হইবে।

এই অবসরে সুধী ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট আমি ভক্তিপূর্ণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপিত করিতেছি। তিনি সংস্কৃত নাটক সমূহের বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়া বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উপকারসাধন করিতেছেন। এখনও তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় স্বীয় অসীম-জ্ঞান-পিপাসার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছেন। তৎ-কৃত নাগানন্দ ও প্রিয়দর্শিকা হইতে আমি স্থানে স্থানে সুললিত পদ্যানুবাদ গ্রহণ করিয়া 'নাটকীয়কথার' সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছি। সর্ব্বত্রই পত্রান্তে কৃতজ্ঞতাসহকারে তাঁহার নামোল্লিখিত হইয়াছে। আশাকরি তাঁহার সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে এইরূপে রত্নাপহরণ মার্জ্জনীয় হইবে।

সমাসযুক্তপদের সন্ধি বিষয়ে ও স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যপদের পরবর্ত্তী বিশেষণপদের প্রয়োগ বিষয়ে আমি স্থানে স্থানে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম হইতে কিছু স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছি।

পরিশেষে সহৃদয় সুধীগণের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, আমার এই প্রথম উদ্যমে যথেষ্ট ত্রুটি ও ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হইতে পারে। আশা করি, মহানুভব পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন; এবং তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সে সমস্ত আমার গোচর করিলে বিশেষ উপকৃত ও বাধিত হইব এবং ভবিষ্যতে তাহা অপসারিত করিবার চেষ্টা করিব। ইতি—

শান্তি নিকেতন,
পুরী।
১৪ই আষাঢ়, ১৩১৭।

বিনীত—
শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল।

"Above all, sedulously cultivate your vernaculars ; for it is through the medium of the vernacular alone, that you can hope to reach the masses of your countrymen."

Convocation speech of
The Vice-chancellor.
1907.

"In European countries, love of money and luxury exist side by side with love of learning ; but in this degenerate country, luxury and greed, have superceded or destroyed all the nobler moral and intellectual pursuits, and have blinded the genius for knowledge, for humanity, and for charity."

Navadwipa speech of
The Vice-chancellor.
1907.

রত্নাবলী কথা ।

নাগানন্দ কথা।

সংস্কৃত-নাটকীয়-কথা।

রত্নাবলী।

(১)

পূর্ব্বকালে কৌশাম্বী নগরে বৎসরাজ বা উদয়ন নামে এক প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। দুষ্মন্ত, ভরত প্রভৃতি রাজগণ যে বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, উদয়নও সেই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সুশাসনগুণে রাজ্যের শত্রুগণ নির্জ্জিত হওয়ায় দেশমধ্যে যুদ্ধাদির কথা আর শ্রুতিগোচর হইত না। অবন্তীরাজ-প্রদ্যোত-দুহিতা বাসবদত্তা তাঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন। বাসবদত্তার মাতুল বিক্রমবাহু তৎকালে সিংহলের অধিপতি ছিলেন। একজন সিদ্ধ পুরুষ এইরূপ প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি সিংহল-রাজকন্যা রত্নাবলীর পাণিগ্রহণ করিবেন, তিনি সসাগরা পৃথিবীর একেশ্বর রাজা হইবেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া উদয়নের প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সিংহলেশ্বরের নিকট স্বীয় প্রভুর জন্য রত্না-বলীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সিংহলরাজ, পাছে বাসবদত্তার মনে কোনরূপ কষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় উক্ত প্রার্থনায় সম্মত হন নাই। তখন বিচক্ষণ মন্ত্রী এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি লবণক দেশীয় বণিকগণ কর্ত্তৃক সিংহলে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচারিত

করিয়া দিলেন যে, দেবী বাসবদত্তা অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অনন্তর বাভ্রব্য নামক কঞ্চুকীকে* সিংহলরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। এবার সিংহলরাজ অতি সমাদরের সহিত বসুভূতি নামক স্বীয় অমাত্যের সহিত রত্নাবলীকে কৌশাম্বী নগরে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু প্রতিকূল দৈববশতঃ সমুদ্রে যান-ভঙ্গ হওয়ায় রত্নাবলী সমুদ্রমধ্যে কাষ্ঠফলকাবলম্বনে কোন প্রকারে জীবনরক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সিংহল হইতে প্রত্যাগত কৌশাম্বী দেশীয় বণিকগণ কর্ত্তৃক তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। তাহারা কণ্ঠে রত্নমালা দেখিয়া তাঁহাকে স্বনগরে আনয়ন পূর্ব্বক মন্ত্রীর নিকট সমর্পণ করিলেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও ঐ কন্যাকে সাগরিকা নাম প্রদান পূর্ব্বক রাজ্ঞীর হস্তে সগৌরবে অর্পণ করিলেন। রত্নাবলী অপরিচিত অবস্থায় রাজান্তঃপুরে সাগরিকা নামে, দেবীর তত্ত্বাবধানে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌশাম্বী নগরে সুখময় বসন্ত সময় উপস্থিত হইল। তখন মহা সমারোহে মদন মহোৎসব আরম্ভ হইল। পৌরগণের কুঙ্কুমচূর্ণ নিক্ষেপে কৌশাম্বী পীতবর্ণ ধারণ করিল এবং ক্রীড়াযন্ত্র-বিমুক্ত পয়ঃ-প্রবাহের সহিত প্রমদাগণের কপোলনিপতিত-সিন্দূররাগ মিশ্রিত হইয়া পুরঃস্থিত প্রাঙ্গণ রঞ্জিত করিয়া দিল। তখন কুসুমায়ু-ধের প্রিয় দূত, মানিনী-মানহারক, দক্ষিণ পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল। যুবতীগণ বিকসিত বকুল পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়সমা-গমের অধিকতর পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। এইরূপে মধুমাস

* অন্তঃপুরচারী, সদ্গুণশালী, কার্য্যকুশল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কঞ্চুকী বলে।

সকলের হৃদয় মৃদুল করিতেছিল এবং কন্দর্পও অবসর বুঝিয়া কুসুমবাণ প্রয়োগে তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মদনোৎসব উপলক্ষে মকরন্দোদ্যানে রক্তাশোকপাদমূলে ভগবান কন্দর্পের পূজার আয়োজন করিয়া রাজ্ঞী বাসবদত্তা রাজাকে তথায় উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। রাজা এই সুসংবাদ শ্রবণে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে প্রিয় বয়স্য বিদূষকের সহিত মকরন্দোদ্যান অভিমুখে গমন করিলেন। তৎকালে সেই উদ্যান, মলয়মারুত-সঞ্চালিত মুকুলিত সহকার-মঞ্জরীর পরাগপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া, অতীব রমণীয় হইয়াছিল এবং মদমত্ত-মধুকর ঝঙ্কারের সহিত কোকিলের মধুর সঙ্গীত মিশ্রিত হইয়া সুখাবহ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন মুখে মদগণ্ডুষ প্রক্ষেপে সুবাসিত বকুল পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল; সুন্দরীগণের হাস্যযোগে চম্পক সদ্য বিকশিত হইল; তাঁহাদের পাদাঘাতে রক্তাশোকও প্রফুল্ল হইয়া পড়িল।

এইরূপ মনোরম মকরন্দোদ্যানে রাজা ও বিদূষক প্রথম প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বাসবদত্তা সপরিবারে পূজোপকরণ সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। সাগরিকাও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। দেবীর পরিচারিকা কাঞ্চনমালা বলিলেন, "দেবি, এই দেখুন আপনার প্রতিগৃহীতা মাধবীলতা, ঐ দেখুন রাজার প্রতিগৃহীতা নবমালিকা; উহার অনতিদূরে ঐ রক্তাশোক বৃক্ষ দেখা যাইতেছে।" বাসবদত্তা সাগরিকাকে এ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে তাহাকে

তথায় উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে বলিলেন কি প্রমাদ! ইহাকে যাঁহার চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্য আমার সতত চেষ্টা, আজ দেখিতেছি তাঁহারই নেত্রপথে পতিত হইবে। অনন্তর তাহাকে সারিকা রক্ষাকার্য্যের ছলে তথা হইতে প্রস্থান করিবার আদেশ করিলেন। সাগরিকাও রাজ্ঞীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং কিছুদূর গিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, "আমার প্রিয়সখী সুসঙ্গতার হস্তে সারিকার ভারার্পণ করিয়াছি। আমার পিতার অন্তঃপুরে ভগবান অনঙ্গের যেরূপ অর্চ্চনা হইয়া থাকে, এখানে সেইরূপ হয় কিনা, আমি অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহা দেখিব। এখন ভগবান কন্দর্পের পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করি।" এইরূপ স্থির করিয়া তিনি পুষ্পচয়নে ব্যগ্র হইলেন।

ইতিমধ্যে রাজ্ঞী কন্দর্পের পূজা সমাপন করিয়া রাজার চরণ-পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। ঠিক সেই সময়ে সাগরিকা পুষ্পচয়ন শেষ করিয়া দেখিলেন কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সাক্ষাৎ কন্দর্পদেব রাজ্ঞীর পূজা গ্রহণ করিতেছেন। সাগরিকা সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তদুদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিলেন "ভগবন, আপনার দর্শন যেন আমার পক্ষে শুভ হয়, যেন আমি সফলকাম হইতে পারি।"

এই সময়ে বৈতালিকগণ স্তুতিপাঠ পূর্ব্বক রাজার উদ্দেশে বলিলেন, "সূর্য্যদেব অস্তাচল-চূড়াধিরোহণ করিয়াছেন, সন্ধ্যা উপস্থিত; রাজগণ আপনার চরণ সেবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া

রত্নাবলী কথা ৫ পৃঃ।

সাগরিকা ও সুসঙ্গতা।

BEE PRESS-

অপেক্ষা করিতেছেন।" তাহা শুনিয়া সাগরিকার ভ্রম দূর হইল। তিনি বুঝিলেন, এই সেই রাজা উদয়ন, যাঁহার হস্তে তাঁহার পিতা তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন। তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "দাস্যভাবদূষিত আমার শরীর আজ ইহার দর্শনে পবিত্র হইল।" রাজা ও রাজ্ঞী সন্ধ্যা উপস্থিত জানিয়া সপরিবারে প্রাসাদাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সাগরিকাও, "আমি মন্দভাগিনী, দীর্ঘকাল ধরিয়া একটু দেখিতে পারিলাম না," এই বলিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অলক্ষ্যে প্রস্থান করিলেন।

২

সাগরিকা, রাজার প্রথম দর্শনাবধি তদাসক্তচিত্তা হইয়া ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছিলেন। তিনি দুর্ব্বার বিরহব্যথা দূরীভূত করিবার মানসে কদলীগৃহে গমন করিয়া চিত্র ফলকে রাজার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাহার প্রিয় সখী সুসঙ্গতা অলক্ষ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন। "আমি কন্দর্পের চিত্র অঙ্কিত করিতেছি, সখি, দেখ দেখি কেমন হইতেছে," এই বলিয়া সাগরিকা প্রকৃত ব্যাপার গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। চতুরা সুসঙ্গতাও চিত্রফলক লইয়া তৎপার্শ্বে সাগরিকার চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিলেন "আমিও, ভাই, রতির চিত্র আঁকিলাম; কেমন হইয়াছে বল দেখি"। যাহা হউক প্রকৃত ব্যাপার অধিকক্ষণ গোপন রহিল না। বিরহ ব্যথায় সাগরিকা ক্রমশঃ অধিকতর কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন। তখন সুসঙ্গতা নলিনীপত্রের শয্যা প্রস্তুত করিয়া মৃণাল বলয় রচনাপূর্ব্বক তাহার

শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন। সাগরিকা তাহাকে অকারণ ক্লেশ স্বীকার করিতে নিষেধ করিলেন এবং, "প্রিয়-সখি, দুর্ল্লভ জনের প্রতি আমার অনুরাগ, গুরুতর লজ্জা বশতঃ কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেছি না, নিজেও পরাধীন, এ বিষম [illegible] আমার মরণই একমাত্র অবলম্বন", এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে নেপথ্যে মহান কলকলধ্বনি উত্থিত হইল। রাজার একটী বানর কনকময় কণ্ঠ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অশ্বশালা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক অঙ্গনাগণের ভীতি উৎপাদন করতঃ রাজগৃহে প্রবেশ করিতেছিল; তদ্দর্শনে চারিদিকে মহাত্রাস উপস্থিত হইল। সুসঙ্গতাও ত্রস্ত হইয়া সাগরিকার সংজ্ঞা উৎপাদন করিয়া চিত্রফলক ও পঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তমাল-শাখান্তরালে প্রবেশ করিলেন। সেই দুষ্ট বানর পঞ্জরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করায় মেধাবিনী সারিকা উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। সাগরিকা ও সুসঙ্গতা সসম্ভ্রমে সারিকার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে রাজার প্রিয়-বয়স্য বিদূষক বসন্তক রাজাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন, "বয়স্য, আজ আপনারই জয়লাভ, ঐ দেখুন শ্রীপর্ব্বতের শ্রীখণ্ডদাসের দোহদ-প্রভাবে আপনার প্রতিগৃহীতা নবমালিকা উদ্‌ভিন্নকুসুম-স্তবক-শোভিত হইয়া রাজ্ঞীর প্রতিপালিতা মাধবীলতাকে যেন উপহাস করিতেছে। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইয়া বলিলেন, "আজ মুকুল মণ্ডিতা এই উদ্যানলতা দেখিয়া দেবীর মুখপঙ্কজ কোপে রক্তবর্ণ ধারণ করিবে সন্দেহ নাই।

বাস্তবিক মণি, মন্ত্র ও ঔষধের প্রভাব অচিন্তনীয়। চল, সত্বর ঐ স্থানে গমন করি।” তাঁহাদের গমন সময়ে বকুল বৃক্ষ হইতে মধুর স্পষ্টাক্ষর শব্দ শ্রবণ করিয়া রাজা উর্দ্ধে অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে একটী সারিকা রমণীয় আলাপ করিতেছে। সারিকার উক্তি শ্রবণে তিনি বুঝিলেন, কোন শ্লাঘ্যযৌবনা সুন্দরী প্রিয়তম-প্রাপ্তিবিষয়ে নিরাশ হইয়া এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন। বিদূষক তাহা শুনিয়া উচ্চহাস্য করায় সারিকা তথা হইতে উড্ডীন হইয়া কদলীগৃহে প্রবেশ করিল। তাঁহারা তদনুসরণক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া চিত্রফলক প্রাপ্ত হইলেন। রাজা তদ্দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন, “এই চিত্রগতা বরনারী করে লীলাকমল কম্পিত করিয়া রাজহংসীর ন্যায় আমার মানসে প্রবেশ করিতেছেন—ইনি কে? বিধাতা ইহার অপূর্ব্ব পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ মুখ নির্ম্মাণ করিয়া নিজ কমলাসন-নিমীলন জন্য বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। দেখ বয়স্য, এই পরিম্লান নলিনীপত্র-শয়ন কৃশাঙ্গীর সন্তাপ প্রকটিত করিতেছে; এই হতভাগ্য মৃণালহার তাহার শোভন অঙ্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতেছে।”

এই সময়ে সাগরিকা ও সুসঙ্গতা সারিকার অন্বেষণে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা ও বিদূষকের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন। অনন্তর সুসঙ্গতা রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “দেব, চিত্রফলকে অঙ্কিতা সাগরিকা নিকটেই আছেন, আপনি স্বহস্তে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া প্রসাদ উৎপাদন করুন।” তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, “কোথায় তিনি? আমাকে সত্বর দেখাও।” অতঃপর

তাঁহারা সকলে কদলীগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সাগরিকা-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সাগরিকা রাজাকে দেখিয়া হর্ষ, লজ্জা ও ভয়বশতঃ কম্পিত-কলেবরে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা সানন্দে তাহার হস্তধারণ করিয়া স্পর্শ-সুখানুভব করতঃ বলিলেন, "ইনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, ইহার হস্ত পারিজাত-পল্লব-সুকুমার"। সাগরিকা লজ্জাবশতঃ কিছুই বলিতেছেন না দেখিয়া বিদূষক বলিলেন, "ইনি দেখিতেছি আর এক বাসবদত্তা।" তাহা শুনিয়া রাজা বাসবদত্তার আগমন আশঙ্কা করিয়া ত্রস্তভাবে সাগরিকার হস্ত ছাড়িয়া দিলেন। সাগরিকা এবং সুসঙ্গতা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে রাজ্ঞী বাসবদত্তা, পরিচারিকা কাঞ্চনমালার সহিত রাজার পরিগৃহীতা কুসুমিতা নবমালিকার দর্শনাভিলাষে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহাদের আগমনে বিদূষক চিত্রফলক কক্ষে লুক্কায়িত করিলেন; কিন্তু রাজা জয়লাভ করিয়াছেন এই আনন্দে বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক নৃত্য আরম্ভ করায় তাহা ভূপতিত হইল। রাজ্ঞী চিত্র দেখিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। রাজা প্রকৃত ব্যাপার গোপন করিবার বহুবিধ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজ্ঞীর সহসা ভ্রূভঙ্গ উদ্গত হইল, রাজাকে লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাস্যের উদয় হইল; তিনি অন্তর্বাষ্প-জড়ীকৃত চক্ষু বিস্ফারিত না করিয়া বিনীতভাবে রাজাকে বলিলেন, "আমার অতিশয় শীর্ষবেদনা উপস্থিত হইয়াছে, আপনি সুখে থাকুন, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া রাজ্ঞী প্রস্থান করিলেন। রাজাও দেবীকে প্রসন্ন করিবার ইচ্ছায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

(৩)

অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে বিদূষক দেখিলেন রাজার শরীর ক্রমশঃ অসুস্থ হইতেছে। কারণ বুঝিতে পারিয়া তিনি সাগরিকার সহিত তাহার মিলনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি সুসঙ্গতার সহিত পরামর্শ করিলেন যে, সাগরিকা রাজ্ঞীর বেশ ধারণ করিবেন এবং সুসঙ্গতা, দেবীর পরিচারিকা কাঞ্চনমালার বেশ ধারণ করিয়া সন্ধ্যাসময়ে সাগরিকাকে মকরন্দোদ্যানে মাধবীকুঞ্জে লইয়া যাইবেন; কিন্তু চতুরা কাঞ্চনমালা কৌশলে সমস্ত অবগত হইয়া রাজ্ঞীকে সমস্ত নিবেদন করিল।

এ দিকে রাজা একান্তে অবস্থান করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেছেন "হৃদয়, সম্প্রতি স্মরানলকৃত সন্তাপ সহ্য কর। আমি অত্যন্ত মূঢ়, তাই প্রিয়ার চন্দন-শীতল করতল তখন হৃদয়ে ধারণ করি নাই। মন স্বভাবতই চঞ্চল ও দুর্লক্ষ্য; কি আশ্চর্য্য, কন্দর্প ইহাকে কি প্রকারে যুগপৎ বাণবিদ্ধ করিল! কুসুমায়ুধ, শুনিয়াছি তোমার পাঁচটি বাণ, তদ্দ্বারা অসংখ্য লোককে তুমি বিদ্ধ কর, কিন্তু আমি তাহার বিপরীত দেখিতেছি। অসংখ্য বাণবর্ষণে তুমি অহরহ আমাকে বিদ্ধ করিতেছ। যাহা হউক, আমি নিজের অপেক্ষা সেই তপস্বিনী সাগরিকার বিষয় অধিক চিন্তা করিতেছি। আমার সেই প্রিয়া হৃদয়-নিহিত আতঙ্কভরে সর্ব্বদা পরিম্লান-মুখে অবস্থান করিতেছেন, তাহার কথা সকলে জানিতে পারিয়াছে এই ভাবিয়া তিনি সর্ব্বদা লজ্জায় নতমুখে থাকেন। দুইজনের পরস্পর আলাপ দর্শনে নিজের

প্রসঙ্গ বলিয়া মনে করেন এবং সখীগণের মৃদুহাস্য দর্শনে আরও অধিক বিস্ময় প্রকাশ করেন।"

রাজা এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে বিদূষক তথায় উপস্থিত হইয়া সানন্দে বলিলেন, "বয়স্য, কৌশাম্বীরাজ্য লাভে আপনার যেরূপ আনন্দ লাভ হইয়াছে, আমার নিকট হইতে এক্ষণে একটি সুসংবাদ শ্রবণ করিয়া আপনি তদপেক্ষা অধিক সুখানুভব করিবেন সন্দেহ নাই।" রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বয়স্য, প্রিয়ার কুশল ত?" বিদূষক সাহঙ্কারে বলিলেন, "আমার নিকট বৃহস্পতির বুদ্ধি পরাস্ত হয়, অবিলম্বেই আপনার প্রিয়া-সমাগম লাভ হইবে।," অনন্তর তিনি রাজর কর্ণে সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। বিদূষক সেই রাজদত্ত বলয় অঙ্গে ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণীকে দেখাইবার জন্য গমনোদ্যত হইলে, রাজা তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিবারণ করিয়া বলিলেন "সখে, পুরে ব্রাহ্মণীকে দেখাইবে, এখন সন্ধ্যা হইতে কত বিলম্ব আছে তাহা স্থির কর।" তখন উভয়ে দেখিলেন যে ভগবান সহস্ররশ্মি অস্তগিরি শিখরাধিরোহণ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে উভয়ে মাধবীলতা মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন বিরল বনরাজি-সন্নিবেশ ঘনীভূত করিয়া বনবরাহ-মহিষকৃষ্ণ-তিমির রাশি পূর্ব্বদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছিল। তখন পিণ্ডীকৃত অন্ধকারে মকরন্দোদ্যানের পথ দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়িল। রাজা বলিলেন, "যদিও ঘনান্ধকারে পথ লক্ষিত হইতেছে না, তথাপি আমি পুষ্পগন্ধে অনুভব করিতেছি, যে এই

চম্পকশ্রেণী, এই সুন্দর সিন্ধুবার, এই সান্দ্র-বকুলবীথি ও এই পাটল পংক্তি।" তখন বিদূষক বলিলেন, "বকুলপুষ্পের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। সুখায়মান চরণসঞ্চারে অনুভূত হইতেছে যে এই সেই মসৃণ-মরকত-মণিময় মাধবীলতা-মণ্ডপ; অতএব আপনি এই স্থানে উপবেশন করুন, আমি দেবী-বেশধারিণী সাগরিকাকে সঙ্গে লইয়া সত্বরই আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে বাসবদত্তা কাঞ্চনমালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যথার্থই কি সাগরিকা আমার বেশ ধারণ করিয়া এখানে অভিসারে আসিবে?" কাঞ্চনমালা বলিলেন, "চিত্রশালিকাদ্বারে বসন্তককে দেখিলেই আপনি সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।" অনন্তর তাহারা চিত্রশালিকাদ্বারে উপস্থিত হইয়া অবগুণ্ঠনাবৃত বসন্তককে দেখিতে পাইলেন। বিদূষক তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "সুসঙ্গতে, এ যে ঠিক বাসবদত্তা দেখিতেছি।" 'বিদূষক বুঝি আমায় চিনিতে পারিয়াছে' এই মনে করিয়া বাসবদত্তা প্রস্থানোদ্যত হইলে বিদূষক বলিলেন, "সাগরিকে, কোথায় যাও; এস সত্বর রাজার কাছে লইয়া যাই। ঐ দেখ, পূর্ব্বদিকে ভগবান মৃগলাঞ্ছন উদিত হইতেছেন।" বাসবদত্তা একটু হাসিয়া কাঞ্চনমালার দিকে চাহিলেন এবং উভয়ে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তখনও অনন্যমনে সাগরিকার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তখন বিদূষক আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ; আপনি ভাগ্যবান সাগরিকা আসিয়াছেন।" রাজা সহর্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "তিনি কোথায় আমাকে

শীঘ্র দেখাইয়া দাও।” বিদূষক ভ্রূভঙ্গিদ্বারা সাগরিকাকে নির্দ্দেশ করিলে পর রাজা তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, প্রিয়ে সাগরিকে, এস এস, সহর্ষে নিঃশঙ্কে আলিঙ্গন করিয়া আমার তাপ-বিধুর অঙ্গ শীতল কর। তোমার প্রত্যেক অবয়বই আমায় অপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করিতেছে। তোমার মুখ শীতাংশুসদৃশ, চক্ষু কুবলয়তুল্য, বাহু মৃণালোপম ও উরুযুগল কদলীগর্ভনিভ।” বাসবদত্তা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কাঞ্চনমালাকে বলিলেন, “বল দেখি, আর্য্যপুত্র স্বয়ং সাগরিকার প্রতি এইরূপ অনুরাগ দেখাইয়া পুনরায় আমার সহিত কিরূপে আলাপ করিবেন।” কাঞ্চনমালা উত্তর করিলেন, “সাহসী পুরুষগণের দুষ্কর কিছুই নাই।” তখন বিদূষক বলিলেন, “সাগরিকে, নিত্যকুপিতা দেবী বাসবদত্তার দুর্ব্বচনশ্রবণশীল বয়স্যের কর্ণ অধুনা তুমি মধুর বচন প্রয়োগে সুশীতল কর।” তাহা শুনিয়া বাসবদত্তা বলিলেন, “কাঞ্চনমালে, শুনিলে, আমি বড় কটুভাষিণী, আর আর্য্য বসন্তক বড় মিষ্টভাষী।” তখন পূর্ব্বদিক প্রকাশিত করিয়া কুপিতকামিনী-কপোল-শ্রী ভগবান মৃগলাঞ্ছন উদিত হইলেন। তখন রাজা সস্পৃহভাবে বলিলেন, “প্রিয়ে, দেখ দেখ, তোমার মুখচন্দ্রাবির্ভাবে তাহার কান্তি অপহৃত হইয়াছে বলিয়াই যেন ঐ নিশানাথ শৈলশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক উর্দ্ধকরে প্রতীকার পরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। আরও দেখ প্রিয়ে, চন্দ্রের কি মূর্খতা! তোমার মুখচন্দ্র কি পদ্মের কান্তি হরণ করে না? লোকের কি নয়নানন্দ বিধান করে না? অথবা দর্শনমাত্রেই কি কন্দর্পানল প্রজ্বলিত করেনা? আর

সুধাকর বলিয়া যদি তাহার বড় গর্ব্ব হইয়া থাকে, তাহাও সুন্দরি, তোমার এই বিম্বাধরে বর্ত্তমান রহিয়াছে।"—তখন বাসবদত্তা হঠাৎ অবগুণ্ঠন অপনীত করিয়া সরোষে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনার হৃদয় এখন সাগরিকাময়, সত্য বটে আমিই সাগরিকা।" তখন রাজা ভীত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিদূষককে বলিলেন, "বয়স্য কি করিয়াছ?" বিদূষকও সবিষাদে উত্তর করিলেন, "সখে, আমাদের জীবনসংশয়!" তখন রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "দেবি, প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও।" বাসবদত্তা বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আমি এই সমস্ত কথার উপযুক্ত পাত্র নহি; সাগরিকার কাছেই এইরূপ বলিবেন। আপনার প্রথম মিলন সময়ে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া আমিই আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি; আপনার কোনও অপরাধ নাই।" রাজা দেখিলেন যে মহা সমস্যা উপস্থিত। পরিত্রাণের অন্য কোনও উপায় নাই। তখন তিনি কাতর স্বরে বলিলেন, "দেবি, যদি এ দীনজনের প্রতি করুণা করেন, তবে অনুমতি করুন, আমি মস্তকদ্বারা আপনার চরণের লাক্ষারাগ দূর করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি রাজ্ঞীর চরণে নিপতিত হইলেন। বাসবদত্তা তাঁহাকে হস্তদ্বারা নিবারণ করিয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, বিরত হউন; আপনার এ প্রকার হৃদয় জানিয়াও যে আপনার প্রতি কোপ্ প্রকাশ করে, সে ত নিতান্তই নির্লজ্জ। যাহা হউক আপনি সুখে থাকুন, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি কাঞ্চনমালার সহিত প্রস্থান করিলেন। তখন বিদূষক বলিলেন, "মহারাজ, চিন্তা করিতেছেন কেন? আমরা যে এখনও অক্ষত

শরীরে আছি, ইহাই দেবীর প্রসাদ জানিবেন।” তখন রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “দূর হও মূর্খ, তোমার জন্যই এই অনর্থ পরম্পরা উপস্থিত হইয়াছে। হায়, এখন প্রিয়া সাগরিকার কি দশা হইবে, আমি কেবল তাহাই ভাবিতেছি।”

এদিকে বিদূষকের সঙ্কেতানুসারে সাগরিকা, দেবীবেশ ধারণ করিয়া সুসঙ্গতার সহিত মকরন্দোদ্যানের অভিমুখে আসিতে ছিলেন। তাহারা দূর হইতে বাসবদত্তাকে দেখিতে পাইয়া দুইজনে বিভিন্নদিকে পলায়ন করিলেন। সাগরিকা এক সঙ্গীত-শালাভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া, দেবীর প্রস্থানের পর বাহির হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, “হায়, যদি আমার এই সঙ্কেত বৃত্তান্ত দেবী জানিতে পারেন, তবে মহান্ অনর্থ উৎপন্ন হইবে। দেবীর নিকট পরাভূত অবস্থায় জীবন যাপন অপেক্ষা আমার উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। যাই, এই অশোকবৃক্ষে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করি।” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মাধবীলতার রজ্জু নির্ম্মাণ করিয়া ‘হা তাত, হা মাতঃ, আজ তোমাদের হতভাগিণী রত্নাবলী অনাথা অশরণা হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে’ এই বলিয়া গলে রজ্জু অর্পণ করিলেন।

এই সময়ে বিদূষক দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “বয়স্য, সত্বর হউন, সত্বর হউন, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ঐ দেখুন, দেবী বাসবদত্তা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছেন।” রাজা সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া তাহার কণ্ঠ হইতে রজ্জু অপসারিত করিয়া বলিলেন, “দেবি, আপনার কণ্ঠে রজ্জু দেখিয়া

আমার প্রাণ কণ্ঠগত হইয়াছে। আপনি এই অকার্য্য হইতে বিরত হউন।” তখন সাগরিকা সহর্ষে মনে মনে বলিলেন, “ইহাকে দেখিয়া পুনরায় আমার প্রাণ ধারণের অভিলাষ উপস্থিত হইতেছে। অথবা ইহাকে দর্শন করিতে করিতে সুখে উদ্‌বন্ধনে প্রাণত্যাগ করি।” এবং প্রকাশ্যে বলিলেন “স্বামিন, আমাকে পরিত্যাগ করুন। আমার ন্যায় পরাধীন জন পুনরায় প্রাণ পরিত্যাগের এইরূপ অবসর পাইবে না, আপনিও দেবী বাসবদত্তার নিকট নিজকে অপরাধী করিবেন না।” এই বলিয়া তিনি পুনরায় কণ্ঠে পাশ প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন রাজা সহর্ষে বলিলেন, “কি, একি আমার প্রিয়া সাগরিকা!” তখন বলপূর্ব্বক তাহার কণ্ঠ হইতে রজ্জু আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, “প্রিয়ে সাগরিকে, এই প্রকার দুঃসাহসের প্রয়োজন নাই; শীঘ্র এই লতাপাশ পরিত্যাগ করিয়া আমার কণ্ঠে তোমার বাহুপাশ অর্পণ কর।” এবং তিনি বলপূর্ব্বক সাগরিকার বাহুযুগল স্বীয় কণ্ঠে অর্পণ করিয়া স্পর্শসুখানুভব করতঃ বলিলেন, “সখে বসন্তক, এ যে আমার পক্ষে বিনামেঘে সুখময় বারিবর্ষণ!” বিদূষক বলিলেন, “বয়স্য, সে কথা যথার্থ, যদি অকাল-বাতাবলীর ন্যায় দেবী বাসবদত্তা আসিয়া উপস্থিত না হন।”

এদিকে বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালা মনে করিলেন যে, রাজাকে অসন্তুষ্ট করিয়া তাহারা চলিয়া আসিয়াছেন, কাজটা ভাল হয় নাই। অতএব এখন গিয়া পশ্চাৎদিক হইতে কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রীত করা যাউক। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা আসিয়া দেখি-লেন যে, রাজা সাগরিকার সহিত প্রেমালাপে রত রহিয়াছেন।

"বাসবদত্তাকে ভয়ে ভয়ে সেবা করিতে হয়, আর অকৃত্রিম প্রেম প্রিয়ে, তোমার উপর" সাগরিকার প্রতি রাজার এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তা রাজার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, উপযুক্তই বটে।" রাজা বলিলেন "দেবি, আপনার বেশ-সাদৃশ্যবশতঃ আমরা প্রতারিত হইয়াছি, অতএব ক্ষমা করুন।" এই বলিয়া তিনি তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। বাসবদত্তা সরোষে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আমাকে সেবা করিয়া আপনার যথেষ্ট কষ্ট হয়, আপনি উঠুন।" রাজা এই কথা শুনিয়া অধোমুখে রহিলেন। বিদূষক রাজার পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, "আপনি উদ্‌বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছেন মনে করিয়া ভ্রমবশতঃ ইহাকে এস্থানে আনয়ন করা হইয়াছে। এই দেখুন সেই লতাপাশ।" বাসবদত্তা সরোষে বলিলেন, "কাঞ্চনমালে, এই লতাপাশদ্বারা এই দুষ্ট ব্রাহ্মণকে বন্ধন কর। আর এই দুর্বিনীতা কন্যাকেও সঙ্গে লইয়া চল।" কাঞ্চনমালা বসন্তককে গলে বন্ধন করিয়া তাড়না করিয়া লইয়া চলিলেন। সাগরিকাকেও সঙ্গে লইয়া দেবী প্রস্থান করিলেন। রাজা সখেদে বলিলেন, "হায়, কি কষ্ট! আর এ স্থানে অপেক্ষা করিবার কি প্রয়োজন? যাই, অভ্যন্তরে গিয়া দেবী-প্রসাদনের চেষ্টা করি।"

(৪)

রাজা সকপট শপথ, চাটুবচন, পাদপতন প্রভৃতি বহুবিধ উপায়ে রাজ্ঞীর কোপ দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী নিরন্তর বাষ্পসলিল মোচন করিয়া ক্রমশঃ শান্ত হইলেন। বিদূষক

বসন্তক বন্ধনমুক্ত হইলেন। দেবীর স্বহস্ত-দত্ত মোদকলাড্ডু, পটাম্বরযুগল ও কর্ণাভরণ তাহার বিশেষ প্রীতি উৎপাদন করিল। সাগরিকা স্বজীবনে হতাশ হইয়া তাঁহার কণ্ঠস্থিত রত্নমালা কোন ব্রাহ্মণকে দান করিবার জন্য সখী সুসঙ্গতার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সুসঙ্গতাও তাহা সুব্রাহ্মণ বিদূষককে দান করিয়াছিলেন। নগরে এইরূপ প্রবাদ প্রচারিত হইল যে, বাসবদত্তা সাগরিকাকে উজ্জয়িনী প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজা দেবী-প্রসাদনের পর পুনরায় দীনা সাগরিকার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবী তাহাকে উজ্জয়িনী নগরে প্রেরণ করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন। তখন দৌবারিক আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে, সেনাপতি রুমণ্বানের ভাগিনেয় বিজয়বর্ম্মা দ্বারে উপস্থিত। রাজা তাহাকে সত্বর প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিলে, বিজয়বর্ম্মা রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বিজ্ঞাপিত করিলেন, "দেব, কোশলরাজ্য বিজিত হইয়াছে। আমরা এ স্থান হইতে হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যে পরিবৃত হইয়া কয়েক দিবসের মধ্যে বিন্ধ্যদুর্গাবস্থিত কোশলরাজের দ্বার অবরোধ করিয়া সেনা সন্নিবেশ করিতে আরম্ভ করিলাম। কোশলরাজও অতি বিক্রমের সহিত আমাদের বিরুদ্ধে তাঁহার হস্তি-বহুল সেনাদল সজ্জীভূত করিলেন। অনন্তর ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অস্ত্রশস্ত্র প্রহারে বহুসৈন্য-শির ভূলুণ্ঠিত হইল। রক্তের নদী প্রবাহিত হইল। অস্ত্রের প্রহারে বর্ম্ম হইতে বহ্নি উদ্গত হইতে লাগিল। আমাদের সৈন্য

সমূহ ছত্রভঙ্গ হইল। তখন একমাত্র রুমণ্বান মত্তমাতঙ্গস্থিত কোশলরাজকে শরবর্ষণে নিহত করেন। তিনি কোশলরাজ্যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জয়বর্ম্মাকে স্থাপন করিয়া প্রহার-পীড়িত হস্তি-বহুল সৈন্তসহ শনৈঃ শনৈঃ আগমন করিতেছেন।” রাজা সমস্ত শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন ও বিজয়বর্ম্মাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদানের আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

অনন্তর দেবীর পরিচারিকা কাঞ্চনমালা আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল যে উজ্জয়িনী হইতে সম্বরসিদ্ধি নামক একজন ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছে। দেবী তাহাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। রাজার অনুমতি অনুসারে ঐ ঐন্দ্রজালিক রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক চামর সঞ্চালন ও বহুবিধ হাস্যকরতঃ বলিল, “দেব, আপনি আদেশ করুন, আমি পৃথিবীতে চন্দ্র আনয়ন করিব, আকাশে পর্ব্বতের সৃষ্টি করিব, জলে অনল প্রজ্বলিত করিব, মধ্যাহ্ন সময়কে প্রদোষ করিয়া দিব, অথবা অধিক আর কি বলিব, আপনি মনে যাহা যাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন, সে সমস্তই আমি গুরুমন্ত্রপ্রভাবে আপনাকে দেখাইব।” তখন রাজার অভিপ্রায়ানুসারে দেবী বাসবদত্তা আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, “দেবি, এই ঐন্দ্রজালিক বহুবিধ বাক্যাড়ম্বর করিয়াছে। এস, উজ্জয়িনীর ইন্দ্রজাল কিরূপ দেখা যাউক।” অনন্তর ইন্দ্রজাল আরম্ভ হইল। রাজা তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, “দেবি, দেখ, দেখ, ঐ শূন্যপথে পদ্মাসনে ব্রহ্মা উপবিষ্ট, ঐ চন্দ্রশেখর শঙ্কর, ঐ ধনু-অসি-গদা-

চক্র-পাণি চতুর্ভুজ বিষ্ণু, ঐ ঐরাবতারূঢ় দেবরাজ ইন্দ্র। আরও দেখ, ঐ দেবগণ ও দিব্য নারীগণ আকাশে কেমন নূপুর শব্দ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছেন।" বিদূষক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, রে হতভাগা ঐন্দ্রজালিক যদি তোর সকল ক্ষমতাই থাকে তবে সাগরিকাকে দেখাইয়া রাজার তুষ্টি উৎপাদন কর না কেন?

এই সময়ে প্রতিহারী সংবাদ প্রদান করিল যে, অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ নিবেদন করিয়াছেন যে, সিংহলরাজ বিক্রমবাহু তাঁহার মন্ত্রী বসুভূতিকে কঞ্চুকীর সহিত প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি এই শুভমুহূর্ত্তে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করুন। তিনিও কার্য্য সমাপন করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বাসবদত্তা শুনিয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, মাতুলকুল হইতে অমাত্য বসুভূতি আসিয়াছেন, সত্বর তাঁহার সহিত দেখা করা যাউক। ইন্দ্রজাল এক্ষণে ক্ষান্ত থাকুক।" রাজা ঐন্দ্রজালিককে উপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া বিশ্রামের আদেশ দিলেন। "দেব, আমার একটীমাত্র ক্রীড়া অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনাকে দেখিতে হইবে," এই বলিয়া ঐন্দ্রজালিক প্রস্থান করিল।

এদিকে বিদূষক অগ্রসর হইয়া বসুভূতি ও বাভ্রব্যকে সাদরে অভ্যার্থনা করিলেন। বসুভূতি বিদূষকের কণ্ঠে রত্নমালা দেখিয়া একান্তে বাভ্রব্যকে বলিলেন, "দেখুন রত্নাবলীর প্রস্থান সময়ে রাজা যে রত্নমালা দিয়াছিলেন, ইহা তদনুরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে। কঞ্চুকী বলিলেন, আচ্ছা, তবে বিদূষককে জিজ্ঞাসা করি।" বসুভূতি নিবারণ করিয়া বলিলেন, "রাজকুলে বহুরত্ন থাকে, দুইটি অলঙ্কার একরূপ হওয়া বিচিত্র নহে।"

তাঁহারা রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, রাজা যথোচিত সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া সিংহলরাজের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বসুভূতি সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "দেব, আমাদের মন্দভাগ্যের কথা আর কি বলিব। আমাদের রাজপুত্রী রত্নাবলী সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধাদেশ প্রচারিত হইয়াছিল যে, যে ব্যক্তি রত্নাবলীর পাণিগ্রহণ করিবেন, তিনি সার্ব্বভৌম রাজা হইবেন। সেই সিদ্ধাদেশ শ্রবণ করিয়া আপনার অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ অনেকবার সিংহলরাজের নিকট রত্নাবলীকে প্রার্থনা করেন; কিন্তু সিংহলরাজ, পাছে বাসবদত্তার মনে কোন কষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় তাহাতে সম্মত হন নাই। অনন্তর দেবী অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদ সহ আপনি যখন বাভ্রব্য নামক এই কঞ্চুকীকে সিংহলে প্রেরণ করেন, তখন আপনার সহিত আমাদের সম্বন্ধলোপ না হয় এই জন্য সিংহলরাজ রত্নাবলীকে আমাদের সহিত আপনার নিকট প্রেরণ করেন; কিন্তু সমুদ্রে যান ভঙ্গ হওয়ায় রত্নাবলী সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছেন।" অনন্তর তিনি অধোমুখে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসবদত্তা ভগিনীর বিপদবার্ত্তা শুনিয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া বিলাপ করিতে লগিলেন। রাজা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "দেবি, স্থির হউন। দৈবের গতি দুর্লক্ষ্য; হয়ত রত্নাবলী রক্ষা পাইতেও পারেন। এই বসুভূতি ও বাভ্রব্যই তাহার নিদর্শন।"

অনন্তর রাজা কঞ্চুকীকে একান্তে বলিলেন, "বাভ্রব্য, এ সমস্ত কি? আমিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সিংহলরাজের

সমীপে রত্নাবলীপ্রার্থনা প্রভৃতি সমস্তই ত অলীক বলিয়া বোধ হইতেছে।" তখন বাভ্রব্য বলিলেন "দেব, তবে রহস্য শ্রবণ করুন—"

এই সময়ে হঠাৎ মহান্ কলকলধ্বনি উত্থিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, সজল-মেঘ-শ্যামল-ধূমবিস্তার পূর্ব্বক সহসা, অন্তঃপুরে অগ্নি উত্থিত হইয়াছে। তীব্র অনল সন্তাপে ঘন-সন্নিবিষ্ট উদ্যানবৃক্ষসমূহের অগ্রভাগ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; এবং অন্তঃপুরের স্ত্রীবর্গ অগ্নিভয়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। তখন বাসবদত্তা সভয়ে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন; আমি সাগরিকাকে নির্দ্দয়ভাবে নিগড়-সংযত করিয়া অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ রাখিয়াছি। এইবার তাহার জীবন সংশয়; সত্বর তাহার উদ্ধারে সচেষ্ট হউন।" সাগরিকার বিপদাশঙ্কায় রাজা উন্মত্তবৎ অনলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বাসবদত্তা, বসুভূতি, বিদূষক ও কঞ্চুকী সকলেই রাজার অনুসরণ-ক্রমে অগ্নি প্রবেশ করিলেন। ধূমাকুলিত-চক্ষু রাজা নিগড়সংযতা সাগরিকাকে দেখিতে পাইয়া কণ্ঠগ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে অভয়দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তখন সহসা অনল কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। অন্তঃপুর সেই পূর্ব্বাবস্থায় রহিয়াছে। কাহারও শরীরে তাপক্লেশ অনুভূত হয় নাই। রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন, "একি আমার স্বপ্নে মতিভ্রম না ইন্দ্রজাল!" তখন বিদূষক বলিলেন, "মহারাজ, এ নিশ্চয়ই ইন্দ্রজাল; সেই হতভাগা ঐন্দ্রজালিকের একটা ক্রীড়া অবশিষ্ট ছিল, এই নিশ্চয়ই সেই ক্রীড়া।"

অনন্তর বসুভূতি সাগরিকার আকৃতি সিংহলের রাজপুত্রীর অনুরূপ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোথা হইতে রাজা এই কন্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবী উত্তর করিলেন, "অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ সাগর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া এই কন্যাকে সাগরিকা আখ্যা প্রদান করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।" তখন বসুভূতি কঞ্চুকীকে বলিলেন, "দেখুন, বসন্তকের কণ্ঠের রত্নামালাটি ঠিক সেইরূপ; আবার যখন ইহাকে সাগর হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তখন এই নিশ্চয় সেই সিংহলরাজ-দুহিতা রত্নাবলী।" তখন অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "কল্যাণি রত্নাবলি, তোমার এ কি অবস্থা বিপর্য্যয়!" সাগরিকা অমাত্যকে চিনিতে পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহাকে চিনিতে পারিয়া বাসবদত্তা সযত্নে তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন, "ভগিনি, আমি অজ্ঞানবশতঃ অতি নিষ্ঠুরের কার্য্য করিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করিও।" অতঃপর তিনি স্বহস্তে সাগরিকার বন্ধনমোচন পূর্ব্বক বলিলেন, "অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ সমস্ত জানিয়াও আমাকে ইহার পরিচয় না দিয়া অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছেন।" এই সময়ে অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজার সসাগরা-পৃথিবী-প্রাপ্তির জন্য, তিনি রত্নাবলী লাভের নিমিত্ত যে সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সমস্ত তখন নিবেদন করিলেন। তিনি সাগরিকার উদ্ধারের জন্য ঐন্দ্রজালিকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও প্রকাশ করিলেন। তখন বাসবদত্তা হৃষ্ট-চিত্তে স্বকীয় আভরণ দ্বারা রত্নাবলীকে অলঙ্কৃত করিয়া রাজার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া

বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, এই রত্নাবলীকে গ্রহণ করুন।" "দেবীর স্বহস্ত দত্ত প্রসাদ আমার অতি গৌরবের পদার্থ," এই বলিয়া রাজা সহর্ষে সাগারিকার করগ্রহণ করিলেন। পৃথিবী প্রিয় বয়স্তের হস্তগত হইল বলিয়া বিদূষক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কঞ্চুকী বাভ্রব্যও পরিশ্রম সফল হইল বলিয়া পুলকিত হইলেন। যৌগন্ধরায়ণ প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন, "দেব, আপনার আর কি প্রিয় কার্য্য অবশিষ্ট আছে?" রাজা উত্তর করিলেন, "সিংহলেশ্বর বিক্রমবাহুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইল; সসাগরা পৃথিবী লাভের একমাত্র উপায়, পৃথিবীর সাররত্ন সাগরিকাকে প্রাপ্ত হইলাম, দেবী বাসবদত্তা ভগিনীলাভে প্রসন্না হইয়াছেন; কোশলরাজ্য বিজিত হইয়াছে। অতঃপর যদিও আমার প্রার্থনা করিবার কিছুই নাই, তথাপি ইন্দ্র প্রভৃত বারিবর্ষণে পৃথিবীর শস্য সম্পদ্ বৃদ্ধি করুন। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যথাবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণকে প্রীত করুন। সাধুসঙ্গ কল্লান্ত পর্য্যন্ত সুখকর হউক এবং দুর্জ্জনগণের বজ্রকঠিন নিন্দাবাদ সমূলে নিঃশেষিত হউক।

[রত্নাবলী কথা সমাপ্ত।]

—:—

সংস্কৃত নাটকীয় কথা।

সংস্কৃত নাটকীয় কথা।

শ্রীহর্ষকৃত নাগানন্দ।

(১)

যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি দশবিধ দেবযোনির মধ্যে বিদ্যাধর শ্রেণী অন্যতম। পূর্ব্বকালে এই বিদ্যাধরকুলে জীমূতকেতু নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল যৌবন সুখ উপভোগ করিয়া সুযশের সহিত রাজ্য পালনানন্তর কুমার জীমূতবাহনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্নিগ্ধ-তপোবন-তরুচ্ছায়ায় জীবনের অপরাহ্ন অতিবাহিত করিতেছিলেন। জীমূত-বাহন রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিলেন, সাধুগণের সুখ-বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, বন্ধুজনকে নিকট আত্মীয়রূপে পরিণত করিলেন এবং প্রার্থিবর্গকে কল্পবৃক্ষের ন্যায় আশাতীত ফলদান পূর্ব্বক রাজ্যরক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করিলেন। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে রাজ-কার্য্যের সুব্যবস্থা করিয়া তিনি প্রধান অমাত্যের উপর রাজ্য-ভার অর্পণ করতঃ তপোবনস্থিত পিতৃমাতৃচরণ সেবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া একদিন প্রিয়বয়স্য বিদূষককে বলিলেন, "বয়স্য আত্রেয়, আমাদের এই অচিরস্থায়ী যৌবন বিষয়-বাসনার আস্পদ ও কার্য্যাকার্য্য বিচারবিমুখ। আমার ইচ্ছা, এই নিন্দনীয় যৌবন সময় পিতামাতার চরণসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন

করি।" আত্রেয় তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, "দেখ বয়স্য, এই জীবন্মৃত-পিতৃমাতৃ-দায় হইতে এতকাল পরে তুমি এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছ; কেন অকারণ বনবাস দুঃখ অনুভব করিবে? এখন অতিশয় রমণীয় রাজ্য-সুখ উপভোগ করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ কর।" জীমূতবাহন বলিলেন, "বয়স্য তুমি যথার্থ কথা বল নাই; দেখ, সিংহাসনে উপবেশন করা অপেক্ষা পিতামাতার অগ্রে অবস্থান করা আমি সমধিক গৌরবজনক বলিয়া বোধ করি। তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিয়া ও অবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া যে সুখ পাই, ত্রিভুবনে তাহার তুলনা নাই। গুরুজন পরিত্যাগ করিয়া রাজ্য সুখের অন্বেষণ আমার আয়াস মাত্র বলিয়া মনে হয়।" বিদূষক তাঁহার অপূর্ব্ব গুরুজন-শুশ্রূষানুরাগদর্শনে চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "বয়স্য, আমি কেবল রাজ্যসুখের উপর লক্ষ্য করিয়া তোমাকে বিরত করিবার চেষ্টা করিতেছি না। অত্যন্ত সাহসী দুর্দ্দান্ত মতঙ্গরাজ তোমার প্রবল প্রতিপক্ষ; এই অবস্থায় মন্ত্রীর উপর ভারার্পণ করিয়া তুমি স্থানান্তরে গমন করিলে রাজ্যে বিষম গোলযোগ হইবার সম্ভব।" জীমূতবাহন তাহাকে ভৎসনা করিয়া বলিলেন, "তুমি নিতান্ত মূর্খ, তাই এই চিন্তায় শঙ্কিত হইতেছ। যদি যথার্থই মতঙ্গরাজ রাজ্য হরণ করে, তবে আমার সমস্ত অভীষ্ট সফল হইবে। আমার শরীরাদি সমস্ত পদার্থ পরার্থে রক্ষিত হইতেছে জানিবে। চল, এখন পিতার আদেশ প্রতিপালন করি। তিনি একদিন আমাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'দেখ বৎস জীমূতবাহন, বহুদিন অবস্থান হেতু এই স্থানে সমিৎকুশাদি, ফলমূল ও কন্দণী-

বারাদি দুর্ল্লভ হইয়াছে। আমার জন্য মলয় পর্ব্বতে নিবাসযোগ্য একটী আশ্রম স্থান স্থির কর।' অতএব চল আমরা মলয় পর্ব্বতে যাই।"

এইরূপ স্থির করিয়া উভয়ে মলয় পর্ব্বতের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন সরস-চন্দন-বন-সম্পর্ক-সুরভি শিশির-নির্ঝর-শীকরবাহী মলয়মারুত তাঁহাদের পথক্লান্তি দূরীভূত করিতে লাগিল। এইরূপ সুখকর পবন স্পর্শে জীমূতবাহনের শরীরে মধুর রোমাঞ্চের আবির্ভাব হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা রমণীয় মলয়াচলে উপস্থিত হইলেন। তথায় মদমত্ত গজগণ্ড ঘর্ষণে চন্দন বৃক্ষ হইতে নিরন্তর রস ক্ষরিত হইতেছিল। সমুদ্রের সচঞ্চল তরঙ্গ তাড়নে পর্ব্বত কন্দর নিরন্তর মুখরিত হইতেছিল এবং মুক্তাময় শিলাসমূহ সিদ্ধাঙ্গনাগণের পাদালক্তকরাগে রঞ্জিত হইয়া রমণীয় হইয়াছিল।

অনন্তর তাঁহারা ঘনস্নিগ্ধপাদপশোভিত প্রশান্ত রমণীয় তপোবন প্রাপ্ত হইলেন। তথায় সুরভি হবির্গন্ধ বহন করিয়া ধূমরাজি নিরন্তর ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছিল ও মৃগশাবকেরা অনুদ্বিগ্নমনে সুখাসীন হইয়াছিল; কোথায় বা বৃক্ষবল্কল বস্ত্রার্থে সদয়ভাবে ছিন্ন হইয়াছিল ও স্বচ্ছ-নির্ঝরজলাভ্যন্তরে জীর্ণ কমণ্ডলু দৃষ্ট হইতে-ছিল; কোথায় বা ব্রাহ্মণ বালকেরা ছিন্নমৌঞ্জীমেখলা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল এবং শুকসমূহ নিত্যশ্রবণহেতু সামবেদের পদপাঠ করিতেছিল; কোথায় বা ঋষিগণ হৃষ্টচিত্তে সন্দিগ্ধ বেদবাক্যের মীমাংসা করিতেছিলেন এবং শিষ্যবর্গ যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছিলেন; কোথায় বা তাপসকুমারীগণ আল-

বালমূলে জলসেচন করিতেছিলেন; এবং কোথায় বা বৃক্ষসমূহ ভ্রমরগুঞ্জনচ্ছলে মধুর স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া, ফলনম্র অগ্রভাগ দ্বারা প্রণতি প্রকাশ করিয়া এবং পুষ্পবৃষ্টিচ্ছলে অর্ঘপ্রদান করিয়া সুন্দর অতিথি সৎকার করিতেছিল। এই রমণীয় তপোবনে তাঁহারা জীমূতকেতুর ভবিষ্যৎ বাসস্থান স্থির করিলেন।

এই সময়ে সুমধুর সঙ্গীতস্বর তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাঁহারা দেখিলেন বীণার মধুর স্বরে মুগ্ধ হইয়া কুরঙ্গগণ সুখনিমীলিত-লোচনে উৎকর্ণ হইয়া সেই গীত শ্রবণ করিতেছে এবং তাহাদের নিশ্চল মুখবিবর হইতে দর্ভকবল ভূপতিত হইতেছে। সেই সঙ্গীত শব্দ লক্ষ্য করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে একটি মন্দিরে একটি সুন্দরী যুবতী বীণার সুরে কোমল কণ্ঠ মিলাইয়া দেবারাধনায় নিযুক্ত আছেন। অপরিচিত পুরুষের পক্ষে সহসা স্ত্রীলোকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া অবৈধ মনে করিয়া তাঁহারা তমালগুল্মান্তরিত হইয়া শুনিলেন, "হে প্রফুল্লপদ্মপরাগকান্তি ভগবতি গৌরি, আপনার অনুগ্রহে আমার অভীষ্ট যেন সিদ্ধ হয়" এই বলিয়া সেই বরবর্ণিনী বীণার সুরে সুর মিলাইতেছেন। তাহার সখী চতুরিকা, গৌরীকে নিষ্করুণ জানিয়া কুমারীজনদুষ্কর নিয়মোপবাসাদি হইতে সখীকে নিবৃত্ত করিবার জন্য উপদেশ দিতেছিল। সেই কন্যা তখনও কুমারী আছেন জানিয়া তাঁহারা আগ্রহের সহিত তাহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং তিনি দেবী বা নাগনন্দিনী, বিদ্যাধরকন্যা বা সিদ্ধকুলদুহিতা, এই বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক তিনি যদি সুরবালা হন, তবে ইন্দ্রের সহস্রচক্ষু সার্থক; যদি

নাগকন্যা হন, তবে তাহার বদনমণ্ডল বর্ত্তমান থাকিতে রসাতল শশাঙ্কশূন্য এ কথা বলা চলে না; যদি তিনি বিদ্যাধরী হন, তবে বিদ্যাধর জাতি জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই; আর যদি তিনি সিদ্ধ কুলোৎপন্ন হন, তবে ত্রিভুবনে সিদ্ধজাতিই প্রসিদ্ধ।

সখীমুখে গৌরীনিন্দা শ্রবণ করিয়া সেই সুমুখী বালা বলিলেন, "দেখ, তুমি অনর্থক দেবীনিন্দা করিও না। অদ্য তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে স্বপ্নে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন, 'বৎসে মলয়বতি, তোমার ভক্তি ও বীণাবাদনকৌশলে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। অচিরেই বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন।" তখন চতুরিকা সহর্ষে বলিলেন, "রাজনন্দিনি, তাহা হইলে দেবী হৃদয়-স্থিত বরদান করিয়াছেন দেখিতেছি।" তখন বিদূষক জীমূত-বাহনের হস্তাকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "চতুরিকা যথার্থ কথাই বলিয়াছে, এই বর দেবী প্রদান করিয়াছেন।"

অকস্মাৎ অপরিচিত পুরুষদ্বয়ের প্রবেশে তাহারা উভয়ে কিছু অপ্রতিভ ও ব্যতিব্যস্ত হইলেন। চতুরিকা জীমূতবাহনের আকৃতি দেখিয়া অনুমান করিলেন যে ইনিই সেই ভগবতীদত্ত বর হইবেন। মলয়বতীও জীমূতবাহনকে সস্পৃহভাবে অবলোকন করিয়া লজ্জা-বশতঃ পরাঙ্মুখী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন; এবং কিয়ৎকাল পরে স্থানান্তরে গমনের উদ্যোগ করিলেন। তখন বিদূষক রাজকুমারের সঙ্কেতানুসারে বলিলেন, "আপনাদের আশ্রমে

অতিথি উপস্থিত, কিন্তু আপনারা একটী মুখের কথাও তাহাদিগকে সৎকৃত করিতেছেন না; তপোবনের এ কিরূপ নিয়ম বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন চতুরিকা বলিলেন, "রাজ নন্দিনি, ইনি যথার্থ কথা বলিতেছেন, আপনার এই মহানুভব অতিথিদিগের সৎকার করা উচিত; যাহা হউক আপনি যখন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন, তখন আমিই আপনার হইয়া ইহাদিগকে অভ্যর্থনা করি।" অনন্তর তিনি তাহাদিগকে স্বাগত-সম্ভাষণে আসন প্রদান করিলে, তাঁহারা বিশ্রামার্থ তথায় উপবেশন করিলেন।

এই সময়ে ভগবান সহস্রদীধিতি নভোমণ্ডলের মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন দুঃসহ রবিতাপ বশতঃ সদ্যোমৃষ্ট চন্দনরস শুষ্ক হওয়ায় করিরাজের গণ্ডদ্বয় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল; গজবর কর্ণ সঞ্চালনে মুহুর্মুহুঃ আননে ব্যজন করিতেছিল এবং করোৎক্ষিপ্ত-শীকর-বর্ষণে সর্ব্বদা বক্ষোদেশ সিক্ত করিতেছিল। তখন মধ্যাহ্নকাল অতিক্রান্ত হয় দেখিয়া কুলপতি কৌশিক রাজনন্দিনীকে সত্বর আনয়ন করিবার জন্য গৌরীমন্দিরে একজন শিষ্য প্রেরণ করেন। শিষ্য শাণ্ডিল্য গৌরীমন্দিরে আগমন পূর্ব্বক জীমূতবাহনের মস্তকে উষ্ণীষ, ভ্রূমধ্যে রোমরাজি, রক্তোৎপলসদৃশ চক্ষু ও চক্রাঙ্কপদদ্বয় অবলোকন করিয়া তাঁহাকে ভাবী বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী বলিয়া স্থির করিলেন। যদি বিধাতা রাজকুমারীর সহিত ইহার পরিণয় সংঘটন করিয়া দেন, তবে নিশ্চয়ই মণি কাঞ্চন যোগ হইবে, এইরূপ মনে করিয়া শাণ্ডিল্য সকলের প্রণাম গ্রহণ করিয়া,

যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ প্রদান পূর্ব্বক মলয়বতীকে কুলপতির আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। জীমূতবাহনের প্রথম দর্শনাবধি মলয়বতীর অন্তরে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি গুরু জনের আদেশ ক্রমে প্রিয়জন দর্শনসুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ সলজ্জ ও সানুরাগ দৃষ্টিতে রাজকুমারকে অবলোকন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

জীমূতবাহনের হৃদয়ও মলয়বতীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। তিনি মলয়বতীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন বিদূষক বলিলেন—"বয়স্য, যাহা দেখিবার তাহা ত দেখা হইল। এখন এই মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণে আমার জঠরাগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। চল, এখন কোন মুনিগৃহে অতিথি হইয়া ফলমূল গ্রহণ করিয়া প্রাণধারণের ব্যবস্থা করি।" অনন্তর তাঁহারা তদুদ্দেশ্যে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(২)

অনন্তর কিছুদিন অতীত হইলে মলয়বতী একদিন প্রিয় পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ সখি, পুষ্পচয়নজন্য আমার শরীর নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, আমার শরীরের সন্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। তুমি শীঘ্র গিয়া চন্দনলতাগৃহে চন্দ্রকান্তশিলাতলে অভিনব কদলীপত্র বিস্তার করিয়া আমাকে সংবাদ দাও।" চতুরিকা একটু হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "বিচিত্র রমণীয় চন্দনলতাগৃহ দেখিয়া এ সন্তাপ যে ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইবে"। অনন্তর মলয়বতী সেই স্বভাবশীতল চন্দনলতাগৃহে গমন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস

ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "ভগবন্ কুসুমায়ুধ, শরীর সৌন্দর্য্যে যিনি আপনাকে পরাজিত করিয়াছেন, তাঁহার আপনি কিছুই করিতে পারিলেন না, আর এই অসহায় অবলাজনকে প্রহার করিতে আপনার কি কোন লজ্জা বোধ হয় না"? অনন্তর তিনি প্রকাশ্যে সখীকে বলিলেন, "দেখ, এই ঘনপল্লব-নিরুদ্ধ-সূর্য্যকিরণ চন্দনলতাগৃহ আমার সন্তাপ দূর করিতে সমর্থ হইতেছে না"। চতুরিকা বলিলেন, "আমি আপনার সন্তাপের কারণ জানি কিন্তু আপনি কি তাহা স্বীকার করিবেন?" মলয়বতী বলিলেন, "কি বল দেখি।" তখন চতুরিকা বলিলেন, "সেই হৃদয়স্থিত বর।" তাহা শুনিয়া মলয়বতী সংহর্ষে দুই তিন পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কোথায় তিনি?" তখন চতুরিকা তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "আপনি এত উদ্বিগ্ন হইবেন না, যেমন মধুসূদন বক্ষস্থলে লক্ষ্মীদেবীকে ধারণ করেন, সেইরূপ আপনার স্বপ্নদৃষ্ট নায়কও সত্বর আপনাকে অঙ্কে আহ্বান করিবেন।" সেই মহানুভব পুরুষ তাহাকে একটি মুখের কথায়ও পরিতৃপ্ত করিলেন না, এই দুঃখে নায়িকার নিরন্তর পরিপতনশীল বাষ্পবিন্দু সকল তাহার বক্ষঃস্থিত ঘন চন্দনরস উষ্ণ করিয়া দিতেছিল। সখী তাহাকে সুস্থ করিবার জন্য নিরন্তর কদলী পত্র দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল। নায়িকা তাহাকে অকারণ ক্লেশ স্বীকার করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "এই কদলীপত্রবাত উষ্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে।"

এদিকে জীমূতবাহন ও সুস্থ ছিলেন না। সেই চারুনয়নার গ্রীবাভঙ্গাভিরাম চঞ্চল লোচন বাণে তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া

পড়িয়াছিলেন। বয়স্য বিদূষক তাঁহাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলায় তিনি উত্তর করিলেন,

শশাঙ্ক ধবলা নিশা
আমি কি গো করিনি যাপন?
নীলোৎপল সউরভ
আমি কি গো করিনি গ্রহণ?
সহ্য কি করিনি আমি মালতী-কুসুম-গন্ধি
প্রদোষের মৃদু সমীরণ?
অথবা গো সরোবরে নলিনীর দলমাঝে
শুনিনি কি ভ্রমর গুঞ্জন?
বিধুর গণের মাঝে অধীর বলিয়া মোরে
কেন তবে কর সম্বোধন?" *

বিদূষক তাঁহার প্রবল অধীর ভাব দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত অন্যদিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বলিলেন, "বয়স্য, আজ কি প্রকারে এত শীঘ্র গুরুজনের শুশ্রূষা শেষ করিয়া এখানে আসিলে?" জীমূতবাহন বলিলেন, "বয়স্য, তবে শ্রবণ কর। আমি আজ স্বপ্ন দেখিয়াছি যে আমার সেই প্রণয়কুপিতা প্রিয়তমা এই চন্দনলতা-গৃহে চন্দ্রকান্তমণিশিলাতলে উপবেশন করিয়া আমাকে তিরস্কার-পূর্ব্বক রোদন করিতেছেন। তাই স্বপ্নানুভূত-দয়িতা-সমাগম-রম্য এই চন্দনলতাগৃহে অপরাহ্ন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা করিতেছি।" অনন্তর উভয়ে চন্দনলতাগৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন পদশব্দ শ্রবণ করিয়া মলয়বতী ও চতুরিকা তথা

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ।

হইতে অন্তর্হিত হইয়া রক্তাশোকপাদপান্তরিত হইয়া সমস্ত অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া জীমূতবাহন বলিলেন, "এই সেই চন্দ্রমণিশিলা ; এইস্থানে আমার প্রিয়া বামকরপল্লবে পাণ্ডুবর্ণ আনন স্থাপন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ স্ফুরিতাধরে ক্রন্দন করিতেছিলেন। আমার আগমনকালে বাষ্পাম্বুসিক্ত চন্দ্রকান্তশিলাতল লক্ষ্য করিয়া তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "দেখুন আপনার মুখচন্দ্রাবির্ভাবে এই মণিশিলা কেমন ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে"। অনন্তর জীমূতবাহন তথায় প্রিয়ার চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য গিরিতট হইতে মনঃশিলাখণ্ড আনয়নের জন্য বিদূষককে আদেশ করিলেন। বিদূষক রাগপ্রকাশক পঞ্চবর্ণ উপস্থিত করিলে তিনি তদ্দ্বারা সুন্দর প্রিয়াপ্রতিকৃতি অঙ্কিত করিলেন।

এদিকে সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসু একদিন যুবরাজ মিত্রাবসুকে আদেশ করিলেন,—"বৎস মিত্রাবসু, বিদ্যাধররাজবংশতিলক জীমূতবাহন এই পর্ব্বতে আছেন: আমি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে তিনি মলয়বতীর উপযুক্ত বর। অতএব তিনি কোথায় আছেন, অন্বেষণ কর।" পরার্থে প্রাণপরিত্যাগ সমুৎসুক, সেই প্রাজ্ঞ, পরাক্রমশালী, বিদ্বান ও বিনীত যুবা জীমূতবাহনের, করে নিরুপমা ভগিনীকে সমর্পণের সঙ্কল্পে মিত্রাবসুর অন্তরে যুগপৎ প্রসাদ ও বিষাদ উপস্থিত হইতেছিল। যাহা হউক, তিনি তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে গৌরীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী চন্দনলতাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে জীমূতবাহন কদলীপত্রদ্বারা সেই প্রতিকৃতি প্রচ্ছাদিত করিলেন। অনন্তর

মিত্রাবসু তাঁহাকে স্বীয় পিতার অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিলেন। জীমূতবাহন বিদূষককে একান্তে বলিলেন, 'বয়স্য, এ যে বিষম সঙ্কটে পতিত হইলাম," এবং প্রকাশ্যে মিত্রাবসুকে বলিলেন, "আপনাদের সহিত শ্লাঘ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? তবে আমার চিত্ত এখন অন্যদিকে আকৃষ্ট; আপাততঃ আমার বিবাহের ইচ্ছা নাই।" বিদূষক মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, "বয়স্যের নিজের মতামতের কোনও ক্ষমতা নাই; ইহার পিতামাতা নিকটেই আছেন, তাঁহাদের কাছে গিয়া সমস্ত স্থির করুন।" মিত্রাবসুও তাহাই উপযুক্ত পরামর্শ মনে করিয়া তদুদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মলয়বতী অন্তরালে অবস্থান করিয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে নায়কের চিত্ত অন্যদিকে আকৃষ্ট ও আপাততঃ তাঁহার বিবাহের ইচ্ছা নাই, তখন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সখীর যত্নে সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, "এই দৌর্ভাগ্যমলিন দুঃখভাগী শরীরে আমার আর কি প্রয়োজন? আমি এই অশোকবৃক্ষে মাধবীলতাপাশে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করি।" তখন তিনি সখীকে স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছায় বলিলেন, "সখি, মিত্রাবসু ওদিকে আছেন কিনা দেখ; আমিও এইদিক দিয়া যাইতেছি।" চতুরা সখীও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আজ আমার সখীর মনোভাব অন্যরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে, আমি এইস্থানে লুক্কায়িত হইয়া দেখি কি ব্যাপার।" তখন নায়িকা চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া পাশহস্তে সাশ্রুনেত্রে বলি-

লেন, "ভগবতি গৌরি, এজন্মে আপনার অনুগ্রহ পাইলাম না, জন্মান্তরে যেন এরূপ দুঃখভাগিনী না হই।" অনন্তর তিনি কণ্ঠে পাশ অর্পণ করিলেন। তখন সখী সভয়ে সত্বর অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃ-স্বরে বলিলেন, "রাজনন্দিনী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছেন, কে কোথায় আছেন, রক্ষা করুন।" তখন জীমূতবাহন সত্বর উপস্থিত হইয়া সেই স্বপ্নদৃষ্ট-প্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার হস্ত-দ্বয় ধারণপূর্ব্বক লতাপাশ দূরীভূত করতঃ বলিলেন, "অয়ি মুগ্ধে, এই দুঃসাহসের কার্য্য হইতে বিরত হও। পল্লবসুকুমার করতল এই কঠিন লতা পাশ হইতে অপনীত কর। যে কোমল কর-পল্লব কুসুমচয়নেও সমর্থ নয়, তাহা কি প্রকারে এই কঠিন উদ্বন্ধনরজ্জু গ্রহণ করিবে!" বিদূষক এই মরণ চেষ্টার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সখী উত্তর করিল, "আপনার এই প্রিয়বয়স্যই তাহার কারণ। ইনি ইহার প্রিয়তমাকে শিলাতলে অঙ্কিত করিয়া তাহার প্রতি অনুরাগবশতঃ এই রাজনন্দিনীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছেন, তাই সখীর জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হওয়ায় তিনি প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।" তখন জীমূতবাহন সহাস্যে মনে মনে বলিলেন, "ইনি কি সেই বিশ্বাবসুর দুহিতা মলয়বতী! সত্যই হইয়াছে, সমুদ্র ব্যতীত চন্দ্রকলার উৎপত্তি আর কোথা হইতে হইবে। তাহা হইলে আমিত বেশ প্রতারিত হইয়াছি।" তখন সকলে শিলাতলে-অঙ্কিত প্রতিকৃতি দর্শনের জন্য অগ্রসর হইলেন। সখী শিলালিখিত প্রতিকৃতির সহিত রাজনন্দিনীর সৌসাদৃশ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া

বলিলেন, "রাজনন্দিনি, এখানে আপনার প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে অথবা আপনার চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন নায়িকা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আমি ত অতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি।" তখন বিদূষক বলিলেন, "বয়স্য, তোমার গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন হইল এখন ইহার হস্ত পরিত্যাগ কর, কে ত্বরিত পদে এদিকে আসিতেছে।"

তখন একজন চেটী আসিয়া সহর্ষে সংবাদ দিল যে জীমূত-বাহনের গুরুজন এই বিবাহে মত দিয়াছেন। তাহার প্রিয়-বয়স্যের মনোরথ সফল হইল ও নিজের যথেষ্ট ভোজনের সুযোগ উপস্থিত হইল জানিয়া ব্রাহ্মণ বিদূষক হী হী রবে হাস্য করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। আজ মলয়বতীর বিবাহ, তাই তাহাকে সত্বর আনয়নের জন্য আদিষ্ট হইয়া পরিচারিকা তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। নায়িকার প্রস্থানকালীন সলজ্জ ও সানুরাগ দৃষ্টি নায়কের উপর পতিত হইয়াছিল। তখন নেপথ্যে বৈতালিক-কণ্ঠরবে তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, বিবাহস্নান-সময় উপস্থিত হইয়াছে। তখন গন্ধচূর্ণ বর্ষণবাহুল্যে মলয়পর্ব্বত মেরুতুল্য পীত-বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। নিরন্তর সিন্দূরবিন্দুবর্ষণে দিবসপ্রারম্ভ সন্ধ্যাসময়ের শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন সিদ্ধাঙ্গনাগণের নূপুর-ঝঙ্কার-মনোহর সঙ্গীতস্বরে হৃদয় প্রীতিপূর্ণ ও আকৃষ্ট হইতে-ছিল। স্নান সময় উপস্থিত জানিয়া সকলে সহর্ষে স্নানভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন।

(৩)

রাত্রির প্রথম প্রহরে মলয়বতীর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সিদ্ধবিদ্যাধরবর্গ প্রিয়প্রণয়িনীজনসহ কুসুমাকরোদ্যানে মধুপানসুখে মত্ত হইয়াছেন। প্রিয়া নবমালিকার বিরহকাতর শেখরক নামক বিট, এবং সুরাভাণ্ড ও পানপাত্রহস্তে চেট, স্খলিত-গতিতে সেই উদ্যানাভিমুখে গমন করিতেছিল। সেই সময় বিদূষকও বিবাহোৎসববশতঃ বিবিধ বর্ণে চিত্রিত হইয়া মস্তকে সন্তানকুসুমমালা ধারণ করিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। পুষ্প-গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া একটি ভ্রমর তাহাকে বড় বিরক্ত করিতেছিল। তজ্জন্য বিদূষক রক্তাংশুকযুগলদ্বারা স্ত্রীলোকের ন্যায় অব-গুণ্ঠনাবৃত হইয়া গমন করিতেছিলেন। বিট শেখরক তাহাকে প্রিয়া নবমালিকা মনে করিয়া সহসা তাহার কণ্ঠগ্রহণ করিয়া মুখে তাম্বুলদানে উদ্যত হইল। বিদূষক মদ্যগন্ধ অনুভব করিয়া নাসিকা কুঞ্চিতকরতঃ পরাঙ্মুখ হইয়া রহিলেন। তখন বিট তাহার পদতলে পতিত হইয়া বলিল, "প্রিয়ে, প্রসন্ন হও; যে গর্ব্বিত শেখরক কখনও ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিবকে প্রণাম করে নাই, সে আজ তোমার পদতলে নিপতিত।" এই সময়ে নবমালিকা আসিয়া হাসিয়া বলিল, "কি গো শেখরক, কাহার প্রতি এত অনুরাগ প্রদর্শন করা হইতেছে?" তখন বিদূষক অবগুণ্ঠন অপনীত করিয়া বলিলেন, "হে কল্যাণি, আমি ভাগ্যহীন ব্রাহ্মণ, আমার অবস্থা দেখুন।" তখন তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারিয়া বিট বলিল, "রে কপিল মর্কট, আমি শেখরক, আমাকে প্রতারণা করিতেছিস্?

চেট, তুমি ইহাকে ধর, আমি ততক্ষণ নবমালিকাকে প্রসন্ন করি।” চেট বিদূষকের যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে পরস্পরের আকর্ষণে তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। তখন সে উত্তরীয় দ্বারা বিদূষককে গলে বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন বিট পুনর্ব্বার তাহার কণ্ঠগ্রহণ করিয়া বলিল, “আর্য্য, সম্বন্ধী মনে করিয়া আপনার সহিত এইরূপ পরিহাস করিতেছিলাম ; সত্য সত্যই কি শেখরক আপনার সহিত পরিহাস করিতে পারে? আপনি স্থির হইয়া আসন পরিগ্রহ করুন।” অনন্তর পানপাত্র পূর্ণ করিয়া বিট বিদূষককে তাহা অর্পণ করিয়া বলিল, “নবমালিকার মুখসংসর্গে সুবাসিত এই মদ্য গ্রহণ করুন। আমি ভিন্ন অন্য কেহ এখনও ইহা আস্বাদন করে নাই।” বিদূষক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য! আমি যে ব্রাহ্মণ।” তখন বিট বলিল, “তবে তোর যজ্ঞসূত্র কোথায়? তুই কিছু বেদাক্ষর উচ্চারণ কর দেখি।” অতঃপর বিদূষক কোনরূপে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া প্রিয় বয়স্য জীমূতবাহনের দর্শনাভিলাষে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বিট শেখরকও প্রিয়ার সহিত পানভূমিতে প্রবেশ করিল।

বিবাহানন্তর জীমূতবাহন যখন সেই নব-পরিণীতা বধূর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, তখন রাজকুমারী সুন্দর মুখখানি লজ্জায় অবনত করিতেন; তিনি নিশাসময়ে শয্যাপার্শ্বে পরাঙ্মুখী হইয়া শয়ন করিতেন; রাজকুমারের সস্নেহ আলিঙ্গনে তাঁহার শরীর কম্পিত হইত; সখীগণ বাসভবন হইতে গমনোদ্যত হইলে তিনিও সেই সঙ্গে তথা হইতে প্রস্থানের অভিপ্রায় প্রকাশ

করিতেন; তাহার নবোঢ়া প্রিয়া এইরূপে প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইয়াও জীমূতবাহনের হৃদয় আনন্দপূর্ণ করিতে লাগিলেন। তাহার মনে হইত, তিনি বহুদিন ইঙ্গিতে প্রশ্নের উত্তর দিয়া যে মৌনব্রতাবলম্বন করিয়াছিলেন, দাবানলতপ্ত চন্দ্রাতপ দ্বারা যে অভিষেক করিয়াছিলেন ও বহুদিন অনন্যমনে যে ধ্যান করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যফলেই প্রিয়ার সেই সুন্দর মুখ খানি লাভ করিয়াছেন। অনন্তর বধূবর কুসুমাকরোদ্যানে সুখ-সময় অতিবাহিত করিবার জন্য গমন করিলেন। তখন সেই উদ্যানের প্রাঙ্গনস্থিত লতামণ্ডপ চন্দনরসে শীতল হইয়াছিল; জলযন্ত্রগৃহের নির্ঘোষ শ্রবণে ময়ূরগণ নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল; এবং যন্ত্রোন্মুক্ত জলপ্রবাহ কুসুমপরাগরঞ্জিত হইয়া বৃক্ষসমূহের আলবাল পূর্ণ করিতেছিল। মধুপশ্রেণী গীতারম্ভে লতামণ্ডল মুখরিত করিয়া, পুষ্পপরাগে রঞ্জিত হইয়া, মধুকরীগণের সহিত মধুরস পর্য্যাপ্ত পান করিয়া যেন আপানোৎসব অনুভব করিতেছিল। তথায় বিদ্যাধরগণ অঙ্গে হরিচন্দন লেপন করিয়া, সন্তান-কুসুমের মালা ধারণ করিয়া ও রত্নাভরণোজ্জ্বল সূক্ষ্ম বসন পরিধান করিয়া, চন্দন তরুচ্ছায়ায় সিদ্ধজনগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রিয়াপীতাবশিষ্ট মধুপান করিতেছিলেন। এই মনোরম উদ্যানে বিদূষক আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। তখন পরিশ্রান্তা কান্তার রক্তিম বদনমণ্ডল অবলোকন করিয়া নায়ক বলিলেন, "আমার প্রিয়ামুখমণ্ডল, কপোলকান্তি—প্রভাবে চন্দ্রকে পরাভূত করিয়া অধুনা প্রফুল্লকমলবিজয়ে চেষ্টিত হইয়াছে।" অনন্তর

তাহারা সকলে স্ফটিকমণি-শিলা-তলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন।

অনন্তর নায়ক, নায়িকার মুখাবলোকন করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, কুসুমাকরোদ্যান-দর্শন-লালসায় আমরা অনর্থক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছি। তোমার মুখমণ্ডলই নন্দনবন; তাহাতে লতাতুল্য ভ্রূগণ রহিয়াছে ও পাটলবর্ণ অধর পল্লবস্থানীয় হইয়াছে।" তখন একজন সখী কৌশলপূর্ব্বক বিদূষকের মুখ তমাল-পত্ররস-রঞ্জিত করিয়া দিল। বিদূষক তাহা জানিতে পারিয়া সরোষে দণ্ডকাষ্ঠ উদ্যত করিয়া তাহাকে তিরস্কার করতঃ ও নিজ বয়স্যের নিন্দা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সখীও তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তদনুগমন করিল। তখন নায়ক প্রিয়ার মুখাবলোকন করিয়া পুনরায় বলিলেন, "প্রিয়ে, তোমার মুখখানি দিবাকর-করোৎফুল্ল-রক্তোৎপলকান্তি ধারণ করিয়াছে; এখন মধুকর কেন ইহার মধুপানে বিরত থাকিবে?" তখন হঠাৎ চেটী আসিয়া মিত্রাবসুর উপস্থিতি সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিল। নায়ক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। নায়িকাও সখীসহ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর মিত্রাবসুর সহিত জীমূতবাহনের সাক্ষাৎ হইলে মিত্রাবসু অভিবাদনাদির পর বলিলেন, "কুমার, হতভাগ্য মতঙ্গরাজ আত্মবিনাশের জন্য আপনার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। আপনি অনুমতি করুন, আমি অসংখ্য সিদ্ধসৈন্যসহ বিমানারোহণে গমনপূর্ব্বক আপনার রাজ্য হইতে শত্রুভয় দূর করি; অথবা

সৈন্যসংঘের প্রয়োজন নাই; আমি একাকীই অসিহস্তে, সিংহ যেরূপ গজেন্দ্রকে নিহত করে, সেইরূপ সেই মতঙ্গহতককে নিধন করিয়া আসি।" জীমূতবাহন এই কথা শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, "মিত্রাবসু কি নিষ্ঠুর বাক্যের অবতারণা করিয়াছে।" পরে প্রকাশ্যে বলিলেন, "দেখ যে ব্যক্তি অপ্রার্থিতভাবে পরার্থে স্বশরীর পরিত্যাগ করিতে পারে, সে রাজ্য রক্ষার জন্য কি প্রকারে নিষ্ঠুর প্রাণিবধ ব্যাপারের অনুমোদন করিবে?" মিত্রাবসুকে একটু কোপাক্ষিপ্তচিত্ত দেখিয়া জীমূতবাহন তাহাকে বলিলেন, "ঐ দেখ, দিবা অবসানপ্রায়; চল অন্তঃপুরে গমন করি, তথায় সকল কথা তোমায় বুঝাইয়া বলিব।"

(৪)

জীমূতবাহন সস্ত্রীক পিতার আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তথায় অবস্থান কালে একদিন তিনি যুবরাজ মিত্রাবসুর সহিত সমুদ্রবেলা অবলোকনের জন্য গমন করেন। যাইতে যাইতে জীমূতবাহন বলিলেন, "দেখ, এই অরণ্যবাস কিরূপ সুখকর; এখানে শাদ্বল আমাদের শয্যা, পবিত্র শিলাতল আমাদের আসন, বৃক্ষতল আমাদের বাসগৃহ, সুশীতল নির্ঝরবারি আমাদের পানীয়, কন্দমূল আমাদের খাদ্য এবং মৃগ আমাদের নিত্য সহচর। এই অযাচিতবিভবপূর্ণ অরণ্যবাসে পর-হিত-পুণ্য-ব্রতের কোন সুবিধা নাই, তাই মনে বড় দুঃখ হয়।" মিত্রাবসু তাঁহাকে বলিলেন, "সত্বর চলুন, সমুদ্র সন্নিহিত"। তখন তাঁহারা অনুভব করিলেন যে গভীর সমুদ্র নির্ঘোষ উত্থিত হইতেছে; বিরাটজলহস্তিগণের

আস্ফালনে ঐ শব্দ আরও গম্ভীরতর হইতেছে, এবং পর্ব্বত-কন্দর প্রতিধ্বনিত করিয়া উহা যেন শ্রুতিপথ বধির করিয়া দিতেছে। তাঁহারা দেখিলেন যে সমুদ্রের জলরাশি অসংখ্য শঙ্খের ন্যায় ধবলবর্ণ ধারণ করিয়া তীরভূমি পরিপ্লাবিত করিতেছে ও বেলাভূমি রত্ন-কিরণ-রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তখন জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে বলিলেন, "ঐ দেখ, মলয়পর্ব্বতের তটভাগ শুভ্র-শরন্-মেঘ-মণ্ডিত হিমালয়-শৃঙ্গের শোভা ধারণ করিয়াছে।" মিত্রাবসু তাহাকে বলিলেন, "কুমার, এ মলয়পর্ব্বতের সানুদেশ নয়; এ নাগ-সমূহের তুষার-ধবল পর্ব্বত-প্রমাণ অস্থিপুঞ্জ। পূর্ব্বে পক্ষিরাজ গরুড় প্রত্যহ নাগলোকে পতিত হইয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতেন; তাহাতে সমস্ত সর্পগণের বিনাশাশঙ্কা করিয়া নাগরাজ বাসুকি একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'মহাত্মন্, আপনার অভিপতন ত্রাসে অনেক নাগস্ত্রীর গর্ভস্রাব উপস্থিত হয়, শিশুগণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; ইহাতে আমাদের বংশহানি ও আপনার স্বার্থহানির সম্ভাবনা; অতএব আপনি আর নাগলোকে আসিবেন না; আপনার আহারের জন্য প্রত্যহ এক একটি নাগ আপনার নিকট প্রেরিত হইবে। নাগরাজ বাসুকি এইরূপ ব্যবস্থা করিলে পতঙ্গরাজ গরুড় যে সমস্ত সর্প ভক্ষণ করিয়াছেন, তাহাদের তুষারধবল অস্থিপুঞ্জ দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া এইরূপ পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছে।" জীমূতবাহন শুনিয়া দুঃখের সহিত বলিলেন হায় হায়, এই কি নাগরাজের পন্নগ-রক্ষা? তাঁহার দ্বিসহস্র জিহ্বার মধ্যে কি এরূপ একটি জিহ্বাও নাই, যদ্দ্বারা তিনি বলিতে পারেন যে

একটি সর্প রক্ষার জন্য আজ তিনি আত্মদান করিবেন! ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে সর্ব্বপ্রকার অপবিত্রতার আধার, নিত্য-বিনাশশীল এই শরীরের জন্য মূঢ়েরা পাপ কার্য্যে লিপ্ত হয়। হায়! নাগলোকের কি ভয়ানক বিপত্তি উপস্থিত!” এবং মনে মনে বলিলেন, “আমি স্বশরীর সমর্পণ করিয়া একটি নাগেরও যদি প্রাণরক্ষা করিতে পারিতাম, তবে আপনাকে ধন্য মনে করিতাম।”

এই সময়ে প্রতিহারী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। দীপ-প্রতিপদুৎসবে মলয়বতী ও জামাতাকে কি কি উপহার প্রদান করা যাইবে তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য মহারাজ বিশ্বাবসু কুমার মিত্রাবসুকে আনয়ন করিবার জন্য প্রতিহারীকে তৎসমীপে প্রেরণ করেন। প্রতিহারী প্রণত হইয়া কুমারের কর্ণে সমস্ত নিবেদন করিলে তিনি জীমূতবাহনকে সেই বিঘ্নবহুল প্রদেশে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া প্রতিহারীর সহিত প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর জীমূতবাহন গিরিশিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্র-তট শোভা অবলোকন করিতেছিলেন, এমন সময় কোন রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত আর্ত্তরব তাঁহার শ্রুতিপথে উপস্থিত হইল। তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, রোদনপরায়ণা একটি বৃদ্ধা একটি নাগের অনুগমন করিতেছে ও তাহাদের সহিত একটি কিঙ্কর রক্তবর্ণ বস্ত্রদ্বয় গ্রহণ করতঃ সেই দিকে আসিতেছে। বৃদ্ধা অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিলাপ করিতেছে, “হা পুত্র শঙ্খচূড়, তোমার বিনাশ আজ আমি কি করিয়া দেখিব? হা পুত্র, তোমার মুখ-চন্দ্র-বিরহিত পাতালপুরী আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে”। শঙ্খচূড়

মাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন "অম্ব, বিলাপের প্রয়োজন কি? জন্মগ্রহণ করিলে মরণ অবশ্যম্ভাবী তজ্জন্য শোকের কারণ কি?" তথন কিঙ্কর কৃতাঞ্জলি হইয়া সাশ্রুনেত্রে বলিল "কুমার শঙ্খচূড়, আমি স্বামীর আদেশে নিষ্ঠুর বচন প্রয়োগ করিতেছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। সম্মুখে বধ্যশিলা; এই রক্তাংশুক যুগল পরিধান করিয়া তদুপরি আরোহণ করুন। এই রক্তবস্ত্র লক্ষ্য করিয়া গরুড় আপনার উপর পতিত হইবেন। শঙ্খচূড় সসম্ভ্রমে সেই বাসযুগল গ্রহণ করিলে বৃদ্ধার করুণ আর্ত্তস্বরে সেই বেলাভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। একমাত্র পুত্রের বিনাশ ভয়ে ভীত হইয়া বৃদ্ধা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

জীমূতবাহন সমস্ত অবলোকন করিয়া করুণার্দ্রচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন "আর্ত্ত, আত্মীয় স্বজন পরিত্যক্ত এই নাগের প্রাণরক্ষা যদি না করি তবে আমার এই শরীরের কি প্রয়োজন?" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা তাহাকে দেখিয়া উত্তরীয়দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদিত করিয়া ভূমিতে জানু সংলগ্ন করিয়া বলিল "বিনতা-নন্দন, আমাকে বধ করুন; আপনার আহারের জন্য আমিই প্রেরিত হইয়াছি।" জীমূতবাহন তাঁহার অসাধারণ পুত্রবাৎসল্য দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শঙ্খচূড় মাতাকে বলিলেন, "অম্ব, ভয় নাই, ইনি নাগশত্রু নহেন। গরুড় নাগ-রক্ত-রঞ্জিত প্রচণ্ড চঞ্চুযুক্ত; আর এই মহাপুরুষের কিরূপ স্বভাবসুন্দর সৌম্যাকৃতি!" জীমূতবাহন বৃদ্ধাকে বলিলেন, "মাতঃ, এই বধ্যচিহ্ন আমাকে অর্পন করুন; আমি স্বশরীর

প্রদান করিয়া আপনার পুত্রের জীবন রক্ষা করিব।" বৃদ্ধা তাহা শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া বলিলেন, "আপনি এইরূপ অমঙ্গলের কথা উচ্চারণ করিবেন না। শঙ্খচূড়ের ন্যায় আপনিও আমার পুত্রস্থানীয়, অথবা আমার পুত্রাপেক্ষা আপনি মহান্; যেহেতু আপনি স্বদেহার্পণ পূর্ব্বক তাহার জীবন রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন।" শঙ্খচূড় তাঁহার মহাপ্রাণতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যে প্রাণ রক্ষার জন্য বিশ্বামিত্র পূর্ব্বে শ্বমাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন; কৃতঘ্ন গৌতম তাহার উপকারক নাড়ীজঙ্ঘকে নিহত করিয়াছিল; যাহার জন্য কাশ্যপ প্রতিদিন সর্পসমূহ ভক্ষণ করেন;* কি আশ্চর্য্য! এই মহাপুরুষ সেই প্রাণ তৃণের ন্যায় তুচ্ছ মনে করিয়া পরার্থে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অনন্তর শঙ্খচূড় তাঁহাকে বলিলেন, "মহাত্মন্, আমার প্রতি আপনি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জন্তু অনেক জন্মগ্রহণ করিতেছে ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু আপনার ন্যায় পরোপকারী মহাপুরুষের আবির্ভাব অতি বিরল। অতএব আপনি এই অধ্যবসায় হইতে বিরত হউন। বিশেষতঃ শঙ্খচূড় শঙ্খধবল পিতৃকুল কখনও মলিন করিবে না, অতএব আপনি এই

---

* মহাভারতে কথিত আছে যে একদা দুর্ভিক্ষসময়ে ক্ষুধিত হইয়া বিশ্বামিত্র কুক্কুরের জঘনদেশের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। শান্তিপর্ব্ব ১৪১ অধ্যায়। মনুসংহিতা ১০৭, ১০৮, কশ্যপনন্দন নাড়ীজঙ্ঘ নামক বকরাজ একদা গৌতমনামক মধ্যদেশীয় আচারহীন এক ব্রাহ্মণকে অতিথিজ্ঞানে পরম সমাদর করিয়াছিলেন। পরে সেই পাপাত্মা গৌতম নাড়ীজঙ্ঘকে ভক্ষনার্থ বধ করে। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৬৮—১৭২ অধ্যায়।

অসংকল্প পরিত্যাগ করুন।” তখন জীমূতবাহন তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, “দেখ, তুমি জীবন ত্যাগ করিলে তোমার জননীও প্রাণত্যাগ করিবেন। আর বিলম্ব করিও না, সত্বর আমায় বধ্যচিহ্ন দাও, আমি বধ্যশিলা আরোহণ করি ; তুমিও সত্বর এস্থান পরিত্যাগ কর ; তোমার মাতা সন্নিহিত মহাশ্মশান অবলোকন করিয়া ভয়ে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। ঐ দেখ, গরুড়-ত্যক্ত-মাংসখণ্ডগ্রহণলোলুপ গৃধ্রগণের পক্ষসঞ্চালনে শ্মশানপ্রদেশ গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতেছে এবং শিবা-মুখ-নির্গত বহ্নিশিখা কিরূপ ভয়ানক শব্দ করিতেছে।” তখন শঙ্খচূড় প্রণত হইয়া মাতাকে বলিলেন, “অম্ব, গরুড়ের আগমনকাল উপস্থিতপ্রায়, আপনি এস্থান হইতে প্রস্থান করুন। আমি যখন যেখানে জন্মগ্রহণ করি, যেন জন্মে জন্মে আপনাকেই মাতৃরূপে প্রাপ্ত হই। আমিও অদূরবর্ত্তী ভগবান দক্ষিণগোকর্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করি।” অনন্তর শঙ্খচূড় ও তাঁহার মাতা প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া জীমূতবাহনকে প্রণাম করিয়া বিজ্ঞাপিত করিল, “আপনার শ্বশ্রূমাতা এই বস্ত্রযুগল আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি ইহা পরিধান করুন।” জীমূতবাহন সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া দেবীকে তাঁহার প্রণাম বিজ্ঞাপিত করিতে উপদেশ দিয়া কঞ্চুকীকে বিদায় দিলেন। রক্তাংশুক-যুগল প্রাপ্ত হইয়া পরার্থে প্রাণ পরিত্যাগের অবসর উপস্থিত জানিয়া জীমূতবাহন বিশেষ প্রীতি অনুভব করিলেন। তখন চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া প্রচণ্ড বায়ুবেগ অনুভব করতঃ তিনি

বুঝিলেন যে পক্ষিরাজের আগমন সময় সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। তখন, শঙ্খচূড় ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই তিনি বধ্যশিলা আরোহণ করিলেন। সেই শিলাস্পর্শে তাঁহার শরীর পুলকিত হইল। তিনি বলিলেন, "আজ এই বধ্যশিলায় উপবেশন করিয়া মনে যে প্রকার সুখোদয় হইতেছে, চন্দনরস-শীতল মলয়বতীর অঙ্গস্পর্শেও তাদৃশ সুখোৎপত্তি হয় নাই, এবং শৈশবে মাতৃক্রোড়ে অবস্থান করিয়াও এ প্রকার সুখানুভব করি নাই।" অনন্তর তিনি রক্তাংশুকযুগলদ্বারা শরীর আবৃত করিলেন।

অনন্তর অহি-মাংস-লোলুপ গরুড় বেলাসমীপবর্ত্তী সেই মলয়পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে আগত দেখিয়া জীমূত-বাহন সানন্দে বলিলেন, "আজ স্বশরীর দান পূর্ব্বক একটী পন্নগ রক্ষা করিয়া আমার যে পুণ্যার্জ্জন হইবে, সেই পুণ্যবলে যেন জন্মে জন্মে আমি পরার্থে দেহলাভ করিতে পারি।" অনন্তর গরুড় অবতীর্ণ হইয়া জীমূতবাহনকে গ্রহণ করিলেন। তখন সহসা আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। তখন গরুড় একটু হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, আমার বেগানিলপ্রবাহে পারিজাত কম্পিত হইয়াছে, তাই এই পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। আর মেঘবর্গ প্রলয়াশঙ্কা করিয়া এইরূপ শব্দ করিতেছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক মলয়পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যথেষ্ট ভোজনব্যাপার সম্পন্ন করা যাউক।" অনন্তর গরুড় জীমূতবাহনকে লইয়া সবেগে উড্ডীন হইলেন।

(৫)

এদিকে জীমূতবাহনের পিতা রাজর্ষি জীমূতকেতু উটজাঙ্গনে

স্বীয় ভার্য্যা ও পুত্রবধূ মলয়বতীর সহিত সুখে উপবিষ্ট ছিলেন। তরঙ্গ-তরল ফেনাম্বুকল্প সভঙ্গ পটবাস পরিধান করিয়া জীমূত-কেতু সমুদ্রসৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন। তৎপার্শ্বে পুণ্যোজ্জ্বলা দেবী, প্রসন্নসলিলা জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। জীমূত-কেতু বলিতেছিলেন, "আমি যৌবনসুখ উপভোগ করিয়াছি, যশের সহিত রাজ্যপালন করিয়াছি, স্থিরচিত্তে তপোঽনুষ্ঠানও করিতেছি। গুণবান পুত্রের শুভবিবাহসম্পাদন করিয়া সুসদৃশী এই বধূ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, এখন একমাত্র পরলোকপ্রাপ্তিই আমার বাঞ্ছনীয়।" এই সময়ে জামাতা জীমূতবাহনের সমুদ্রতীর হইতে প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া মহারাজ বিশ্বাবসু তাহার সংবাদ লইবার জন্য সুনন্দ নামক একজন পরিচারককে জীমূতকেতুর নিকট প্রেরণ করেন। তাহার নিকট হইতে জীমূতবাহনের দীর্ঘ অনুপস্থিতির সংবাদ শুনিয়া তাঁহারা কিছু চিন্তিত হইলেন। তখন জীমূতকেতুর বামচক্ষু পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাহাতে তিনি অধিক আকুল হইয়া ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া বলিলেন, "এই ত্রিভুবনলোচন ভগবান্ সহস্রকিরণ জীমূতবাহনের মঙ্গল করিবেন।" অনন্তর তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন যে দীপ্তরক্তবর্ণ কি এক পদার্থ অকস্মাৎ তাঁহাদের চরণসমীপে পতিত হইল। তাহা হইতে শোণিতধারা ক্ষরিত হইতেছিল। সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলে যেন চক্ষু ঝলসিয়া যায়। নিপুণভাবে অবলোকন করিয়া তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন যে শোণিতলিপ্ত মাংস সহিত কাহার শিরোরত্ন!

জীমূতবাহনের মাতা সবিষাদে বলিলেন, "এ আমার পুত্রের শিরোমণি বলিয়া বোধ হইতেছে।" পরিচারক সুনন্দ তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, "আপনি অধীর হইবেন না; গরুড়ের নখ-মুখোৎক্ষিপ্ত নাগরাজগণের মস্তকমণি বহুশঃ এই ভাবে পতিত হইয়া থাকে।" তাহার যুক্তিযুক্ত বচন শ্রবণে তাঁহারা আশ্বস্ত হইয়া সুনন্দকে আদেশ করিলেন, "সুনন্দ, তুমি শীঘ্র যাও, বোধ হয় এতক্ষণ বৎস শ্বশুরগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার সংবাদ লইয়া সত্বর এস্থানে আসিও।" সুনন্দ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিল।

এদিকে শঙ্খচূড় অর্ণবতটে দক্ষিণগোকর্ণকে প্রণাম করিয়া সত্বর বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে গরুত্মান্ নখমুখা-গ্রভাগ দ্বারা বিদ্যাধর-কুল-তিলক জীমূতবাহনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে লইয়া আকাশপথে উড্ডীন হইলেন। তখন তিনি সাশ্রুনেত্রে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "হা পর-দুঃখ-কাতর পরম-কারুণিক মহাভাগ, আপনি কোথায় অন্তর্হিত হইলেন! হায়, আমি কি হতভাগ্য! ভুজঙ্গের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া আমি কোন কীর্ত্তিলাভ করিতে পারিলাম না। স্বামি-আজ্ঞা-প্রতিপালন-জনিত গর্ব্বেরও অনুভব করিতে পারিলাম না। অন্যে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করিল। হায়, আমি সর্ব্বসুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম। যাহা হউক, আমি আর হাস্যাস্পদ জীবনভার বহন করিব না। আমি সেই মহাপুরুষের অনুগমন করি।" অনন্তর রক্তধারার অনুসরণক্রমে অগ্রসর হইয়া তিনি রাজর্ষি জীমূতকেতুর

আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জীমূতকেতু প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে ঐ নবাগত ব্যক্তির শিরোমণি কোন পক্ষিকর্ত্তৃক মাংস-ভ্রমে নীত ও পরে পরিত্যক্ত হইয়া তাহাদের নিকট পতিত হইয়াছে। পরে যখন তাহার নিকট শুনিলেন যে কোন করুণার্দ্র-হৃদয় বিদ্যাধর, স্বশরীরদান করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তখন তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে তাহাদেরই বিপদ উপস্থিত। দুঃসহ পুত্রশোকে অধীর হইয়া তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শঙ্খ-চূড় বহুযত্নে তাহাদের সংজ্ঞা উৎপাদন করিলে, তাহারা বহুবিধ বিলাপপূর্ব্বক অনলপ্রবেশদ্বারা পুত্রবিয়োগ-ব্যথা-দূরীকরণ করিবার সংকল্প করিলেন।

শঙ্খচূড় দেখিলেন যে তাহার একটি জীবনের জন্য এই বিদ্যাধর-কুল বিনষ্ট হয়। তখন তিনি তাহাদিগকে প্রবোধবাক্যে বলিলেন, "আপনারা সহসা কোনও কার্য্য করিবেন না। আপনাদের পুত্র নাগ নহেন, ইহা জানিতে পারিলে নাগশত্রু গরুত্মান্ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেও পারেন। চলুন, এইদিক দিয়া আমরা গরুড়ের নিকট উপস্থিত হই।" বৃদ্ধ জীমূতকেতু বলিলেন, "বৎস, তোমার কথা যথার্থ হউক। আমরা যজ্ঞশালা হইতে অগ্নি সঙ্গে করিয়া-সত্বরই তোমার অনুগমন করিতেছি। তুমি সত্বর অগ্রসর হও।" অনন্তর তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পক্ষিরাজ গরুড়, জীমূতবাহনকে লইয়া মলয়পর্ব্বতের শৃঙ্গাগ্রে উপবিষ্ট হইয়া ভোজনারম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি বলিলেন, "জন্মাবধি ভুজঙ্গভোজন করিতেছি, কিন্তু এরূপ আশ্চর্য্য

ব্যাপার ত কখনও দেখি নাই। এই মহাত্মা ব্যথিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং হৃষ্ট হইতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। মুহুর্মুহুঃ রক্ত পান করিতেছি, তাহাতে ইহার কোন কষ্ট নাই। মাংসচ্ছেদ-জনিত বেদনা সত্বেও ইহার মুখ কিরূপ প্রীতিপ্রসন্ন! ইহার গাত্রে ঘনঘন পুলকোদ্গম হইতেছে! ইনি আমার প্রতি কিরূপ স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতেছেন! ইহার এই অসাধারণ ধৈর্য্য দর্শনে আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। আমি আর ইহাকে ভক্ষণ করিব না; জিজ্ঞাসা করি ইনি কে।" জীমূতবাহন গরুড়কে ভোজন-বিরত দেখিয়া বলিলেন, "গরুত্মন্, এখনও আমার শিরামুখ হইতে রক্ত ক্ষরিত হইতেছে, দেহে যথেষ্ট মাংস আছে, আপনারও তৃপ্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে না; অতএব আপনি কেন ভোজন হইতে বিরত হইলেন?" গরুড় তাহাকে বলিলেন, "আপনি কে, শুনিবার জন্য আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।"

এই সময়ে শঙ্খচূড় তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৈনতেয়, বিরত হউন, বিরত হউন; ইনি নাগ নহেন, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন, মহারাজ বাসুকি আপনার জন্য আমাকেই প্রেরণ করিয়াছেন।" জীমূতবাহন শঙ্খচূড়কে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, হায়, আমার মনোরথ বুঝি শঙ্খচূড় বিফল করিয়া দেয়। অনন্তর শঙ্খচূড় বলিলেন, "ইনি বিদ্যাধর-কুল-তিলক জীমূতবাহন; আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া অতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছেন।" গরুড় এই কথা শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, "ইনিই কি সেই জীমূতবাহন? মেরুপর্ব্বতে,

মন্দর-কন্দরে, হিমালয়-সানুদেশে, কৈলাস-শিলাতলে ও মহেন্দ্র পর্ব্বতে চারণগণ যাঁহার যশোগান করিয়া থাকে! এই মহানুভব, বিপন্ন-পন্নগ-রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছেন! আমি কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি! অধিক আর কি বলিব, আমি আজ সাক্ষাৎ ভগবান্ বোধিসত্ত্বকে* বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি! অগ্নিপ্রবেশপূর্ব্বক তনুত্যাগ ব্যতীত এই মহাপাপের আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না। কোথায় অনল পাই দেখি।”

এই সময়ে জীমূতবাহনের পিতা, মাতা ও পত্নী অগ্নি সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। জীমূতবাহনের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তাহারা বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গরুড় পক্ষসঞ্চালনপূর্ব্বক তাহাদিগকে সমাশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর পক্ষিরাজ প্রণত হইয়া জীমূতবাহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাত্মন্, আদেশ করুন, আমি কি প্রকারে এই মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি।” জীমূতবাহন তাহাকে উপদেশ দিলেন যে, আপনি অদ্য হইতে প্রাণিবধ পরিত্যাগ করুন; পূর্ব্বকৃত অন্যায় কার্য্যের জন্য অনুতাপ করুন; এবং সর্ব্বপ্রাণীকে অভয় দান করুন। এই কথা শুনিয়া গরুড় বলিলেন, “আমি এতদিন পর্য্যন্ত মোহনিদ্রায় মগ্ন ছিলাম, আজ আপনার প্রসাদে প্রবুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য হইতে সর্ব্বপ্রাণিবধ হইতে বিরত হইলাম। এখন হইতে নাগগণ সুখে মহাসমুদ্রে বিচরণ করুক, এবং নাগযুবতীগণ পাদলম্বী গাঢ়কৃষ্ণ কেশপাশ বিস্তার করিয়া,

* বোধিসত্ত্ব, করুণার অবতার ভগবান্ বুদ্ধদেব।

প্রথম-সৌরকরোজ্জ্বলারক্ত-কপোলকান্তি বহন করিয়া চন্দন কাননে এই মহাপুরুষের যশোগান করুক।”

অনন্তর জীমূতবাহন তীব্র বেদনায় অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নিরন্তর শোণিতক্ষরণে তাঁহার দেহ অবশ হইয়া পড়িল। তিনি অন্তিম সময় উপস্থিত জানিয়া পিতামাতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিলে, সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। গরুড় আসন্ন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, “আমি স্বর্গে ইন্দ্রের নিকট অমৃত প্রার্থনা করিয়া জীমূত-বাহনের ও পূর্ব্বভক্ষিত নাগগণের প্রাণদান করিব, আর যদি দেব-রাজ অমৃতপ্রদানে অস্বীকৃত হন, তবে এই সুদৃঢ় চঞ্চুদ্বারা তাহার বজ্র চূর্ণ করিয়া, কুবেরের গদা ও যমের দণ্ড ভগ্ন করিয়া, দেবগণকে পরাজিত করতঃ অমৃতবৃষ্টি করিব।” এইরূপ স্থির করিয়া তিনি বেগে স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পুত্রের মুমূর্ষু অবস্থা অবলোকন করিয়া জীমূতবাহনের পিতা-মাতা চিতা সজ্জিত করিয়া তাহাতে আরোহণের জন্ত উদ্যত হইলেন। তখন মলয়বতী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া উর্দ্ধে অবলোকন পূর্ব্বক বলিলেন, “ভগবতি গৌরি, আপনি আদেশ করিয়াছিলেন যে বিদ্যা-ধর চক্রবর্ত্তী তোমার ভর্ত্তা হইবেন; হায়! কেন এই হতভাগিনীর জন্য আপনি মিথ্যাবাদিনী হইলেন?”

এই সময়ে সসম্ভ্রমে ভগবতী গৌরী তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন “বৎসে, আমি কি কখনও অলীকবাদিনী হইতে পারি? বৎস জীমূতবাহন, তুমি নিজের জীবন দিয়া জগতের উপকার

করিয়াছ, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। তুমি জীবন লাভ কর।" অনন্তর ভগবতী কমণ্ডলুজল জীমূতবাহনের শরীরে সিঞ্চিত করিয়া দিলেন। সেই সলিলস্পর্শে জীমূতবাহন প্রত্যুজ্জীবিত হইয়া গৌরীচরণে প্রণাম করিলেন। তখন সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন যে বিনা মেঘে বৃষ্টি হইতেছে। জীমূতবাহনকে ও অস্থিশেষ পন্নগগণকে প্রত্যুজ্জীবিত করিবার জন্য স্বর্গ হইতে পক্ষিরাজ গরুড় এই অমৃতবৃষ্টি করিতেছিলেন। তখন শঙ্খচূড়ের সহিত বিষধরপতিগণ, উত্তমাঙ্গে ভাস্বর মণিরাজি ধারণ করিয়া, অমৃত রসাস্বাদনলোভে জিহ্বাগ্রভাগদ্বয়দ্বারা ভূমিলেহন করতঃ, মলয়গিরি-নির্গত বারিপ্রবাহের ন্যায় বক্রগতিতে সমুদ্রে প্রবেশ করিতেলাগিল। অনন্তর জীমূতবাহনকে উদ্দেশ করিয়া গৌরী বলিলেন, "বৎস, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়া এক্ষণেই তোমাকে বিদ্যাধর-রাজ-চক্রবর্ত্তি-পদে অভিষিক্ত করিলাম। কাঞ্চনরত্নরাজি তোমার অগ্রে স্থাপিত হউক। ধবল চতুর্দ্দন্ত ঐরাবত, শ্যামবেশ হরি ও মলয়বতী তোমার সম্মুখে উপস্থিত; অবলোকন কর। দেখ, শারদশশাঙ্কশুভ্র বালব্যজনহস্তে মতঙ্গরাজপ্রভৃতি বিদ্যাধরপতিগণ তোমায় প্রণাম করিতেছে; বৎস, বল, অধুনা আমি তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য করিতে পারি?" তখন জীমূতবাহন বলিলেন, "এই শঙ্খচূড় গরুড়ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন। গরুড়ও উপযুক্ত উপদেশ লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বভক্ষিত সর্পরাজগণ প্রাণ পাইয়াছেন। আমার জীবন রক্ষা হওয়ায় গুরুজনবর্গ প্রাণত্যাগ করেন নাই, আপনার দর্শনলাভ করিয়া চক্রবর্ত্তিপদ

প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম। ইহার পর আর কি প্রিয় হইতে পারে?" তথাপি [ভরতবাক্য] মেঘসমূহ যথাকালে প্রভূত বারিবর্ষণ করুক; তাহাতে ময়ূরগণ আনন্দে তাণ্ডবনৃত্য করিবে এবং পৃথিবী হরিৎবর্ণ শস্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হইবে। সর্ব্বপ্রকারে বিপদ্‌বিমুক্ত প্রজাবর্গ পরস্পরহিংসাদ্বেষ পরিত্যাগকরতঃ শুভ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সর্ব্বদা আনন্দে কালাতিপাত করুন।

[ইতি নাগানন্দ কথা সমাপ্ত।]

সংস্কৃত নাটকীয় কথা।

প্রিয় দর্শিকা।

সংস্কৃত নাটকীয় কথা।

শ্রীহর্ষ-কৃত-প্রিয়দর্শিকা।

(১)

পূর্ব্বকালে কৌশাম্বী নগরে বৎসরাজ নামে এক নরপতি ছিলেন। অঙ্গদেশের রাজা দৃঢ়বর্ম্মা বৎসরাজের গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া স্বদুহিতা প্রিয়দর্শিকাকে তাঁহার করে সমর্পণ করিবার সংকল্প করেন। ইতিমধ্যে উজ্জয়িনীরাজ মহাসেন বৎসরাজকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এদিকে কলিঙ্গরাজ প্রিয়দর্শিকাকে প্রণয়িনীরূপে পাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতে বহুবিধ চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, দৃঢ়বর্ম্মাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন; কিন্তু বৎস-রাজের ভয়ে এ পর্য্যন্ত কিছু করিতে সাহসী হন নাই। এক্ষণে বৎসরাজ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া, কলিঙ্গরাজ, অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্ম্মার রাজ্য আক্রমণ করিয়া সমরে তাহাকে পরাজিত করেন। দৃঢ়বর্ম্মার কঞ্চুকী রাজার এই প্রকার আকস্মিক বিপৎ-পাতে দুঃখিত হইয়া, চিরবাঞ্ছিত সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে প্রিয়দর্শিকাকে সঙ্গে করিয়া বৎসরাজসমীপে উপস্থিত হই-বার জন্য রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দুর্গম-বনপথমধ্য দিয়া কৌশাম্বী অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। কয়েকদিবস পথক্লেশ সহ্য করিয়া পরে তাহারা দৃঢ়বর্ম্মার মিত্র আরণ্যরাজ বিন্ধ্যকেতুর গৃহে উপস্থিত

প্রিয়দর্শিকা। BEE PRESS.

হন। অনন্তর কঞ্চুকী স্নানের জন্য সমীপবর্ত্তী অগস্ত্য-তীর্থে গমন করিয়াছেন এমন সময় নিশাচরতুল্য-নৃশংস একদল সৈন্য আসিয়া বিন্ধ্যকেতুকে নিহত করিয়া তাহার গৃহাদি ভস্মীভূত করতঃ সেই সুন্দর প্রদেশ জনশূন্য করিয়া প্রস্থান করিল। কঞ্চুকী ফিরিয়া আসিয়া প্রিয়দর্শিকার আর কোন সন্ধান পাইলেন না। সেই দস্যুগণ তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, বা দগ্ধ করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিল, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কঞ্চুকী বিষণ্ণভাবে বহুক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন, "হায় আমি কি হত-ভাগ্য! আমার জন্য রাজপুত্রীর এই শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত হইল। শুনিয়াছি, বৎসরাজ উজ্জয়িনী-রাজপুত্রী বাসবদত্তাকে অপ-হরণ করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করতঃ কৌশাম্বী নগরে প্রত্যা-গমন করিয়াছেন। যাই, তথায় গিয়া তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করি; অথবা রাজপুত্রী প্রিয়দর্শিকা ব্যতীত তথায় গিয়া তাঁহাকে কি বলিব? হায়, আজ বিন্ধ্যকেতু আমায় বলিয়াছিলেন, 'তোমার উদ্বেগের কোন কারণ নাই; মহারাজ দৃঢ়বর্ম্মা এখনও জীবিত আছেন; প্রহার-জর্জ্জরিত কলেবরে তিনি স্বরাজ্যে অবস্থান করিতে-ছেন।' অতএব, যাই, আমি রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজার পাদপরিচর্য্যাপূর্ব্বক জীবনের অপরাহ্ণ অতিবাহিত করি।" অনন্তর কঞ্চুকী শরদাতপের প্রচণ্ড প্রভাব অনুভব করিতে করিতে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বৎসরাজ স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া একদিন প্রিয়বয়স্য বিদূষকের সহিত কারাকাহিনী আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন,

"দেখ বসন্তক, বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া আমি ভৃত্যবর্গের অবিকৃত প্রভুভক্তি অবগত হইয়াছি, মন্ত্রিবর্গের বুদ্ধিকৌশল প্রত্যক্ষ করিয়াছি, মিত্রবর্গকে পরীক্ষা করিয়াছি, পৌরবর্গের অধিক অনুরাগ অবগত হইয়াছি, এবং অবশেষে স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াছি; সুতরাং নিষ্কাম ধর্ম্মের ন্যায় এই বন্ধন হইতে আমি অযাচিতভাবে ইষ্টফল প্রাপ্ত হইয়াছি।" বিদূষক সরোষে বলিলেন, "বয়স্য, কি আশ্চর্য্য, তুমি সেই দুঃসহ বন্ধনদশার প্রশংসা করিতেছ? সেই খলখলায়-মান লৌহশৃঙ্খল, বন্ধনস্খলিত চরণ, শোকপূর্ণ শূন্যহৃদয় ও মনস্তাপ, রোষস্তম্ভিতদৃষ্টি, ধরণীপৃষ্ঠে গুরু করাঘাত এবং অনিদ্রায় নিশাযাপন, এ সমস্তই কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ? বৎসরাজ বলিলেন, "বসন্তক, তুমি একদেশদর্শী, ও অতিমন্দ লোক। কারণ,

দেখিলে শুধুই ঘোর কারা-অন্ধকার,
না দেখিলে দ্যুতি সেই মুখ-চন্দ্রমার;
ব্যথিল তোমারে শুধু নিগড় স্বনন,
না শুনিলে তার সেই মধুর বচন;
কারারক্ষি-ভ্রূকুটিটি আছে শুধু মনে,
সুস্নিগ্ধ কটাক্ষ তার না ভাবো এক্ষণে;
বন্ধনের দোষই তুমি দেখিছ অশেষ,
প্রদ্যোতপুত্রীর গুণ নাহি দেখ লেশ॥*

বিদূষক শুনিয়া সগর্ব্বে বলিলেন, "দেখ বন্ধনই যদি সুখকর হয়, তবে দৃঢ়বর্ম্মাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে বলিয়া কলিঙ্গরাজের উপর

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ। ৫—৬ পৃষ্ঠা।

তোমার এত আক্রোশ কেন ?” রাজা কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “মূর্খ, সকলেই ত আর বৎসরাজ নয় যে বাসবদত্তাকে অপহরণ করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিবে। আচ্ছা, এখন ও সব কথা থাকুক। বহুদিন হইল বিন্ধ্যকেতুর রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য বিজয়সেনকে প্রেরণ করিয়াছি ; অদ্যাপি তাহার নিকট হইতে কেহ প্রত্যাগমন করে নাই। এখন একবার অমাত্য রুমণ্বান্‌কে আহ্বান করা যাউক ; তাহার সহিত এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলাপ করিতে ইচ্ছা করি।”

এই সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, সেনাপতি বিজয়-সেন ও অমাত্য রুমণ্বান্‌ দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। রাজা তাহাদিগকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিলে, উভয়ে রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রবেশ সময়ে রুমণ্বান্‌ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় দাসত্বের কি দুর্গতি! প্রভুর নিকট হইতে প্রস্থানের পরক্ষণেই নির্দ্দোষী ভৃত্যবর্গকে অপরাধীর ন্যায় প্রায়ই ভয়ে ভয়ে তৎসমীপে উপস্থিত হইতে হয়। অনন্তর রুমণ্বান্‌ রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্মিতমুখে বলিলেন, “মহারাজ, এই বিন্ধ্যরাজ-বিজয়ী বিজয়সেন আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।” রাজা বিজয়ী সেনাপতিকে সাদরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশলপ্রশ্নানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিজয়সেন, বিন্ধ্যকেতুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে ; তুমি তাহা যথাযথ বর্ণনা কর।”

বিজয়সেন বলিলেন, “দেব, বিন্ধ্যকেতুকে আপনার কোপের

অনুরূপ ফল দান করিয়াছি। আমরা আপনার শ্রীচরণাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, সেই দীর্ঘ পথ তিনদিনে অতিক্রম করিয়া, অতর্কিত ভাবে প্রভাত সময়ে বিন্ধ্যাকেতুর রাজ্য আক্রমণ করিলাম। বিন্ধ্যাকেতু ও আমাদের সৈন্যের তুমুল কলকলনাদ শ্রবণ করিয়া সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় বিন্ধ্যাবিবর হইতে বহির্গত হইয়া সন্নিহিত কতিপয় সহচরের সহিত আকাশ প্রতি-ধ্বনিত করতঃ আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে সংগ্রাম আরম্ভ করিলাম। তখন একে একে বিন্ধ্যাকেতুর সমস্ত সৈন্য নিঃশেষিত হইল। তখন তিনি ক্রোধাবেগে অধীর হইয়া একাকী দুরূহতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন; দেব, অধিক আর কি বলিব, আমাদের সেই পাদচারী প্রতিপক্ষ বক্ষের পেষণে পদাতি সৈন্য পিষ্ট করিয়া, ঘন-শরজাল-বর্ষণে আমাদের অশ্বীয় সৈন্য, ত্রস্ত হরিণকুলের ন্যায় দূরে নিসারিত করিয়া, এবং অস্ত্রশস্ত্র সমূহ চতুর্দ্দিকে আমাদের উপর নিক্ষেপ করিয়া, অবশিষ্ট একমাত্র খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক কদলী-কাননচ্ছেদনের ন্যায় করিকরচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বীরবর এইরূপে একাকীই আমাদের ত্রিবিধ সৈন্য ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন। আমাদের কৃপাণাঘাতে তাঁহার স্কন্ধদেশ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, এবং অসংখ্য শস্ত্রপ্রহারে তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল জর্জরিত হইয়া পড়িল; এই প্রকারে রণশ্রমে শ্রান্ত সেই বীরবরকে বহুকাল যুদ্ধের পর আমরা নিহত করিলাম।"

রাজা সমস্ত শুনিয়া বলিলেন "সাধু বিন্ধ্যাকেতু, সাধু; সমর ক্ষেত্রে কিরূপে বীরের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয় তাহা

তুমি আমাদিগকে দেখাইয়াছ, তোমার পুরুষোচিত মরণে আমরা লজ্জানুভব করিতেছি।" অনন্তর রুমণ্বানের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অমাত্য, বিন্ধ্যকেতুর কি কোন পুত্রাদি নাই, যাহার উপর আমরা প্রীতির ফল প্রদর্শন করিতে পারি?" উত্তরে বিজয় সেন বলিলেন, "দেব, বন্ধুবান্ধবের সহিত বিন্ধ্যকেতু নিহত হইলে, এবং তাঁহার সহধর্ম্মচারিণীগণ তাঁহার অনুগমন করিলে পর, সেই জনশূন্য জনপদে হা তাত, হা মাতঃ, এইরূপ বিলাপশীলা একটি সুন্দরী বালিকা অবলোকন করিয়া, তাহাকে বিন্ধ্যকেতুর দুহিতা মনে করিয়া, আমরা সঙ্গে আনয়ন করিয়াছি। সেই কন্যা এই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে। অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা আপনি স্থির করুন।" রাজা প্রতীহারীকে আদেশ করিলেন, "যশোধরে, যাও, তুমি দেবীকে গিয়া বল যে, এই কন্যাকে তিনি যেন নিজ ভগিনীর ন্যায় সর্ব্বদা সস্নেহে অবলোকন করেন, এবং সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যাগণ যেরূপ নৃত্যগীতবাদ্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন, ইহাকেও যেন সেইরূপ শিক্ষিত করা হয়, এবং বিবাহযোগ্য বয়স হইলে আমাকে যেন একবার ইহার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়।" সেই কন্যা আরণ্যকা নামে পরিচিত হইয়া অন্তঃপুরে অবস্থান করিতে লাগিল।

অনন্তর নেপথ্য হইতে বৈতালিক রাজাকে বিজ্ঞাপিত করিল যে স্নান সময় উপস্থিত হইয়াছে, এবং তাঁহার লীলামজ্জনোপযোগী মাঙ্গল্যদ্রব্যে স্নানভূমি সুসজ্জিত হইয়াছে; তখন রাজা ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে, ভগবান্ সহস্ররশ্মি নভোমণ্ডলের মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং সূর্য্যাংশুসম্পর্কে দীর্ঘিকাসলিল

সন্তপ্ত হওয়ায় সফরীমৎস্য সকল উল্লম্ফন করিয়া সরোবরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। শিখিসমূহ ছত্রাকার-পুচ্ছ-বিস্তার করিয়া নৃত্যালস হইয়া অবস্থান করিতেছে। আলবালাম্বুলুব্ধ হরিণশিশুগণ বৃক্ষ সমূহের ছায়ামণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, এবং মধুকরগণ দুঃসহ-সন্তাপ-বশতঃ করিকপোল পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতেছে। অনন্তর তিনি অমাত্যকে বলিলেন, "রুমণ্বন্ চল, অভ্যন্তরে গিয়া বিজয়সেনকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়া তাহাকে পুনরায় কলিঙ্গবিজয়ের জন্য প্রেরণ করি।" অনন্তর সকলে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

(২)

দেবী বাসবদত্তা মধ্যে মধ্যে ব্রতউপবাসাদি পালন করিতেন। একদিন তিনি উপবাস-নিয়ম-পালন-পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন পাঠ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ বিদূষককে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। বিদূষকও স্থির করিলেন যে, তিনি ধারাধর-উদ্যান-দীর্ঘিকায় স্নান করিয়া দেবীর নিকট গমন পূর্ব্বক কুক্কুটের ন্যায় চীৎকার করিবেন ; নতুবা রাজকুলে তাহার ন্যায় ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ কি প্রকারে মিলিবে? অনন্তর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বিদূষক দেখিলেন যে, তাহার প্রিয় বয়স্য বৎসরাজ প্রিয়ার বিরহোৎকণ্ঠা বিনোদন জন্য ধারাধরোদ্যানাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন এবং আবেগভরে বলিতেছেন :—

"উপবাস ব্রতবিধি করিয়া পালন,
তনুটি হয়েছে ক্ষীণ, না সরে বচন ;
প্রভাতের ইন্দুসম পাণ্ডুবর্ণমুখ,

নব-অনুরাগ-বশে মিলনে উৎসুক ;
এ হেন সে প্রেয়সীরে করিতে দর্শন,
সোৎকণ্ঠ হয়ে আছে আজি মোর মন ॥ *

অনন্তর বিদূষক অগ্রসর হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসন্তক, আজ তোমাকে এত হৃষ্ট দেখিতেছি কেন ?" বিদূষক সগর্ব্বে বলিলেন, "দেখ বয়স্য, এই রাজকুল চতুর্ব্বেদী, পঞ্চবেদী ও ষড়বেদী সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণে পরিপূর্ণ ; কিন্তু আমি এরূপ নিষ্ঠাবান্ মহাব্রাহ্মণ যে, দেবী আমাকেই প্রথমে স্বস্তিবাচনের দ্রব্য সামগ্রী দান করিবেন।" রাজা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বেদসংখ্যা নির্দ্দেশেই তোমার ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এখন চল, ধারাধরোদ্যানের দিকে যাই।"

অনন্তর উভয়ে উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, সেই উদ্যানের কি সুন্দর শোভা হইয়াছে। তথায় বিবিধ সুকুমার কুসুমরাশি শিলাখণ্ডের উপর নিরন্তর পতিত হইতেছিল ; পরিমল-লুব্ধ-মধুকরভরে বকুলশাখা ও মাধবীলতাসমূহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল ; কমলগন্ধ বহন করিয়া গন্ধবহ উদ্দামভাবে প্রবাহিত হইতেছিল ; এবং বন্ধুকপুষ্পের বন্ধনে তমালতরু ঘনাচ্ছন্ন হইয়া সূর্য্যকিরণ নিরোধ করিতেছিল। তথায় শেফালিকা-বৃন্তাচ্ছন্ন-ভূমি-ভাগ প্রবালাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছিল ; সপ্তচ্ছদগন্ধ গজমদগন্ধ বলিয়া ভ্রম হইতেছিল এবং পদ্মপরাগরঞ্জিত মধুকরগণ মধুপানে মত্ত হইয়া, বাক্যহীন হইয়াও সুন্দর গান করিতেছিল ; এবং

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ ১১পৃষ্ঠা

শিরীষ কুসুম-কোমল শাদ্বলাবৃত ভূমিভাগ বৃন্তবিগলিত-বন্ধুক-পুষ্পাচ্ছন্ন হওয়ায় ইন্দ্রগোপকীটাকীর্ণ† বলিয়া বোধ হইতেছিল।

এদিকে দেবী বাসবদত্তা, অগস্ত্যমহর্ষিকে অর্ঘ্য দিবার জন্য, পরিচারিকা ইন্দীবরিকাকে শেফালিকাপুষ্পের মালা গাঁথিয়া আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে তপস্বিনী আরণ্যকাকে ধারাধরোত্থান-দীর্ঘিকা হইতে কমলচয়ন করিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। আরণ্যকা দীর্ঘিকা কোথায় জানেনা, তাই ইন্দীবরিকা তাহাকে পথ দেখাইয়া উদ্যানের দিকে লইয়া যাইতেছিল। আরণ্যকা তখন বাষ্পকুললোচনে মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন, "হায়, আমি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরদিন অপরের প্রতি আজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, আজ আমাকেই অপরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইতেছে! দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই; অথবা এ সমস্ত আমার দোষ; আমি সমস্ত জানিয়াও আত্মঘাতিনী হই নাই; এখন আর কি করিব? দেবীর আজ্ঞাই প্রতিপালন করি।" অনন্তর উভয়ে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া শেফালিকা-গুল্মান্তরিত-দীর্ঘিকাসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাতে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা ও বিদূষক সেই উদ্যানসৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে করিতে সেই দীর্ঘিকার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা বিদূষককে বলিলেন, "বয়স্য দেখ, দয়িতানূপুরশব্দের ন্যায় মনোহর এই দীর্ঘিকা-হংসধ্বনি কিরূপ শ্রুতি-সুখকর! তীরতরু-বিবর-

† বর্ষাকালজাত রক্তবর্ণ কীট বিশেষকে ইন্দ্রগোপ কীট বলে।

মধ্য দিয়া সৌধশ্রেণী কিরূপ সুন্দর দেখাইতেছে! কমলপরিমলে কিরূপ ঘ্রাণসুখ অনুভূত হইতেছে এবং সলিল-সম্পর্ক-শীতল মন্দ মন্দ মারুত শরীরে কিরূপ পুলক সঞ্চার করিতেছে। বয়স্য, দেখ, দেখ, উপবনদেবতার প্রফুল্ল-কমল-কান্তি-হারিণী স্বচ্ছদৃষ্টির ন্যায় এই দীর্ঘিকা, দর্শনমাত্রেই আমার মনে আনন্দ দান করিতেছে। বিদূষক দীর্ঘিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকৌতুকে বলিলেন, "বয়স্য দেখ, দেখ, ঐ উজ্জলতনু, অরুণহস্তপল্লবা, কোমলবাহু-লতাধারিণী কুসুম-পরিমল-সুরভিত-বেণী উপবন-দেবী সত্য সত্যই এখানে বিচরণ করিতেছেন।" রাজাও অবলোকন করিয়া সকৌতুকে বলিলেন, "বয়স্য, একি পাতাল হইতে ভূতলাবলোকন-জন্য নাগকন্যা উত্থিত হইয়াছেন? না, আমি পাতালে ত এরূপ অলৌকিক লাবণ্য অবলোকন করি নাই। একি মূর্ত্তিমতী কৌমুদী? না, তাহাও নহে; কারণ দিবাভাগে চন্দ্রিকাবির্ভাব অসম্ভব। তবে করে কমল গ্রহণ করিয়া কমলার ন্যায় ইনি কে?"

অনন্তর তাহারা লক্ষ্য করিলেন যে, দেবীর পরিচারিকা ইন্দী-বরিকা সেই অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তির সহিত কি আলাপ করিতেছে; তদ্দর্শনে উভয়ে গুল্মান্তরিত হইয়া তাহাদের পরস্পরের আলাপ শ্রবণের জন্য উৎকর্ণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইন্দীবরিকা আরণ্যকাকে বলিতেছিল, "আরণ্যকে, তুমি কমলচয়ন কর, আমি গিয়া শেফালিকাপুষ্প আহরণ করি।" আরণ্যকা গমনোন্মুখা সখীকে নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "সখি তুমি যাইওনা,

তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।" তখন ইন্দীবরিকা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আজ দেবীর নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমাকে ছাড়িয়া চিরকাল তোমাকে থাকিতে হইবে।" আরণ্যকা সবিষাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবী কি বলিয়াছেন?" তখন সখী উত্তর করিল,—"দেবী বলিয়াছেন যে, মহারাজ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে বিন্ধ্যকেতুদুহিতা যখন বরযোগ্যা হইবে তখন একবার আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও। তাই এখন একবার মহারাজকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে; তাহা হইলে তিনি বরচিন্তায় আকুল হইবেন।" আরণ্যকা শুনিয়া সরোষে বলিলেন, "তুমি দূর হও, তোমার প্রলাপ বাক্য শুনিবার আমার কোন প্রয়োজন নাই।" ইন্দীবরিকাও ঐ কথা শুনিয়া স্থানান্তরে গিয়া পুষ্পচয়ন আরম্ভ করিল।

রাজা তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সহর্ষে বিদূষককে বলিলেন, "এই কি সেই বিন্ধ্যকেতুদুহিতা প্রিয়দর্শিকা! আহা, সেই ধন্য যে ইহার অঙ্গস্পর্শসুখানুভব করিবে। যাহা হউক, কুমারী কন্যা দর্শনে কোন দোষ নাই, এখন বিশ্রব্ধভাবে ইহাকে একবার দেখা যাউক।"

এই সময়ে কমলচয়নচকিত কতিপয় দুষ্ট মধুকর আসিয়া আরণ্যকার বদনে উপবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আরণ্যকা তাহাদিগকে নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া উত্তরীয় দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া সভয়ে বলিলেন, "সখি ইন্দীবরিকে, দুষ্ট মধুকর আমাকে আক্রমণ করিতেছে; সত্বর আমাকে রক্ষা কর।" তখন

বিদূষক রাজাকে বলিলেন, "বয়স্য, এইবার তোমার মনোরথ সফল হইল; ইন্দীবরিকার আসিবার পূর্ব্বে তুমি ধীরে ধীরে আরণ্যকার কাছে যাও। অরণ্যকা তোমার পদশব্দ শুনিয়া ইন্দীবরিকা আসিতেছে মনে করিয়া নিশ্চয়ই তোমাকে আলিঙ্গন করিবে।" বিদূষককে সময়োচিত পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ দিয়া রাজা শনৈঃ শনৈঃ আরণ্যকার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন ইন্দীবরিকা আসিয়াছে মনে করিয়া আরণ্যকা রাজাকে অবলম্বন করিলেন। রাজাও সাগ্রহে তাহার কণ্ঠগ্রহণ করিয়া স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা ভ্রমরগণকে নিবারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "অয়ি ভীরু, ভয় ত্যাগ কর; এই ভ্রমরগণ পরিমললোভে তোমার মুখপদ্মে উপবেশন করিতেছে; তুমি যদি ত্রাসচঞ্চল দৃষ্টিপাত কর, তবে তোমাকে পদ্মবনলক্ষ্মী মনে করিয়া উহারা কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না।" আরণ্যকা, অকস্মাৎ একজন অপরিচিত পুরুষদর্শনে ভয়চকিত-ভাবে ডাকিলেন, "ইন্দীবরিকে, কোথায় আছ, শীঘ্র আসিয়া আমায় রক্ষা কর।" বিদূষক বলিলেন, "সকল পৃথিবীর পরিত্রাণকর্ত্তা যখন নিকটে আছেন, তখন আর ইন্দীবরিকাকে কেন?" এই কথা শুনিয়া আরণ্যকা সলজ্জ ও সস্পৃহভাবে রাজাকে অবলোকন করিয়া মনে মনে বলিলেন, "এই কি সেই মহারাজ বৎসরাজ, যাহার করে পিতা আমাকে অর্পণ করিয়াছিলেন?" তখন আরণ্যকার বদনে আকুলতার এক অপূর্ব্ব ছবি ফুটিয়া উঠিল।

এই সময়ে ইন্দীবরিকাও আরণ্যকার কাতর আহ্বানে সেই দিকে আসিতেছিল। তাহা দেখিয়া আরণ্যকাকে পরিত্যাগ করিয়া

রাজা ও বিদূষক সমীপবর্ত্তী কদলীগৃহে প্রবেশ করিলেন। ইন্দীবরিকা আসিয়া আরণ্যকার কপোলে করপ্রদান পূর্ব্বক বলিল, "প্রিয়সখি, তোমার বদনকমলের দোষেই মধুকরেরা তোমাকে বিরক্ত করিতেছে। দিবা অবসানপ্রায়, চল আমরা এখন ফিরিয়া যাই।" আরণ্যকা কদলীগৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, " সখি ইন্দীবরিকে, দীর্ঘিকার জল অতি শীতল, তাই আমার উরুদেশ বিকল হইয়াছে ; একটু ধীরে ধীরে চল।"

আরণ্যকা ও তাহার সখী এইরূপে পুষ্পচয়ন শেষ করিয়া প্রস্থান করিলে, রাজা ও বিদূষক কদলীগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। রাজা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, "সখে বসন্তক, সেই কমলদলবিহারিণী কোথায় গেল ? হায় ! হতভাগ্যদিগের বাঞ্ছিত-বস্তুপ্রাপ্তিবিষয়ে বহুবিঘ্ন উপস্থিত হয়। সখে, দেখ দেখ, ঐ আবদ্ধমুখ, কণ্টকিত কমলকানন তাহার সুকুমার পাণিপল্লব স্পর্শসুখ প্রকাশ করিতেছে। সখে, তাহাকে পুনর্ব্বার দর্শনের কি উপায় বল।" বিদূষক বলিলেন, "সখে, তুমি পুত্তলিকা ভগ্ন করিয়া এখন রোদন করিতেছ কেন ? আমি মৌনভাবে তাহার নিকট যাইতে তোমাকে উপদেশ দিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহা না শুনিয়া 'অয়ি, ভীরু, ভয় নাই' ইত্যাদি কটুবাক্যে তাহাকে তিরস্কার আরম্ভ করিলে ; এখন আর ক্রন্দনের ফল কি ? ভগবান্ সহস্রকিরণ অস্তাচল-চূড়াধিরোহণ করিয়াছেন, চল, এখন অভ্যন্তরে যাই।" রাজা দেখিলেন যে, মূর্খদের নিকট সমাশ্বাসনও নির্ভৎসন বলিয়া গণ্য। অনন্তর রাজা দেখিলেন, দিবা প্রায় শেষ

হইয়াছে; পদ্মবনদ্যুতি অপহরণ করিয়া দিনশ্রী তাহার প্রিয়তমার ন্যায় প্রস্থান করিতেছে; সূর্য্যবিম্ব তাহার চিত্তের ন্যায় অধিক রাগ প্রকাশ করিতেছে; সেই পদ্মসরোবরতীরে চক্রবাক তাহার সহচরকে আহ্বান করিতেছে, এবং তাহার মনোরাজ্যের ন্যায় ধরণীও সহসা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতেছে। তখন উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

(৩)

কৌশাম্বী নগরে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে কৌমুদী-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ বৎসরে ঐ উৎসব উপলক্ষে সাংকৃত্যায়নী নাম্নী জনৈক বিদুষী বৎসরাজকর্তৃক বাসবদত্তাপহরণবিষয় অবলম্বন করিয়া একখানি নাটিকা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং রাজ্ঞীর আদেশে, একদিন আরণ্যকা ও তাহার সখী মনোরমা ঐ নাটকের অভিনয়ও করিয়াছেন; কিন্তু সেদিন আরণ্যকা বড় অন্যমনস্ক ছিলেন, তাই দেবী বাসবদত্তা আদেশ করিয়াছেন যে, আজ আবার ঐ নাটকের পুনরাভিনয় হইবে এবং আরণ্যকা যেন সেরূপ অন্যমনস্ক না হয়। দেবীর এই আদেশ প্রিয়সখীকে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য মনোরমা আরণ্যকার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া দেখিল যে, আরণ্যকা দীর্ঘিকাসমীপে কদলীগৃহে একাকী অন্যমনে কি বলিতেছেন। বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া মনোরমা শুনিলেন যে আরণ্যকা বলিতেছেন, "হৃদয়, দুর্লভজনকে প্রার্থনা করিয়া তুমি কেন আমায় কষ্ট দিতেছ! হায়, মহারাজ কেন এত সুন্দর হইলেন? অথবা ইহাতে মহারাজের কোন দোষ নাই, এ আমার

নিজেরই দোষ। হায়, আমার হৃদয়ের দুঃখ হৃদয়েই রহিল। আমার অভিন্নহৃদয়া প্রিয়সখী মনোরমাকে বলিব বলিব মনে করি, কিন্তু লজ্জায় ত কিছু বলা হইল না, এখন মরণ ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই। হায়, এই সেই স্থান, যে স্থানে আমাকে ভ্রমরা-ভিভূত দেখিয়া মহারাজ, 'ভয় নাই' বলিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন"। নিভৃতে অবস্থান করিয়া মনোরমা এই সমস্ত শুনিয়া পুলকিত হইল, এবং সহসা সখীসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, "বেশ প্রিয়সখি, বেশ, আমার কাছে এত লজ্জা!" তখন আরণ্যকা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "প্রিয়সখি, রাগ করিও না; আমার কোনও দোষ নাই, আমার লজ্জাই এ বিষয়ে অপরাধী।" অনন্তর মনোরমা আরণ্যকাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "সখি, অধীর হইও না; মহারাজ একবার যখন তোমাকে দেখিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি পুনর্ব্বার তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন। যদিও তিনি বাসবদত্তার গুণে আবদ্ধ, কিন্তু সখি, কমলিনিমধুলোলুপ মধুকর কি মালতীগন্ধে আকৃষ্ট হয় না?" আরণ্যকা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সখি, এ সব অসম্ভব কি কখনও সম্ভব হইবে? এখন চল যাই, শরদতপে আমার শরীর বড় অসুস্থ হই-য়াছে।" মনোরমা হাসিয়া বলিল, "অয়ি লজ্জাশীলে, কেন আমার নিকট আত্মগোপন করিতেছ? তোমার ঐ অবিরত দীর্ঘনিশ্বাসে আমি বুঝিতে পারিতেছি তোমার সন্তাপের কারণ কি; আচ্ছা আমি উহা দূর করিবার ব্যবস্থা করিতেছি।" অনন্তর মনোরমা দীর্ঘিকাগুইতে নলিনীপত্র সংগ্রহ করিয়া আরণ্যকার হৃদয়ে

স্থাপনপূর্ব্বক তাহার তাপদূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এদিকে রাজাও আরণ্যকার প্রথমদর্শনাবধি তাহার প্রতি এতাদৃশ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কি উপায়ে পুনর্ব্বার আরণ্যকার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কেবল তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। রাজার প্রিয়-বয়স্য বিদূষক, রাজার এই প্রকার বিষম অবস্থা অবলোকন করিয়া একদিন আরণ্যকার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া সেই দীর্ঘিকা-সমীপে উপস্থিত হইলেন। আরণ্যকা ও মনোরমা বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া শুনিলেন যে বিদূষক বলিতেছেন, "আজ প্রিয়-বয়স্য আরণ্যকার বিরহে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, আমি আজ সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়া কোথাও আরণ্যকার অনুসন্ধান পাইলাম না। যাই এই সমীপবর্ত্তিদীর্ঘিকার নিকট অন্বেষণ করি; যদি কোথায়ও আরণ্যকার দর্শন না পাই, তবে বয়স্যের আদেশ অনুসারে তাহার সুকোমলকরস্পর্শে সুশীতল দীর্ঘিকাকমলদল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইব, কিন্তু আমি কি প্রকারে সে সমস্ত পদ্মপত্র জানিতে পারিব?" তখন মনোরমা অবসর বুঝিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "এস বসন্তক, আমি তোমাকে জানাইয়া দিতেছি।" বিদূষক সভয়ে বলিলেন, "তুমি কোথায় জানাইবে? দেবী বাসবদত্তার কাছে? না, আমিত কিছুই বলি নাই।" মনোরমা হাসিয়া বলিল, "বসন্তক, তোমার শঙ্কার কোন কারণ নাই। আরণ্যকার জন্য তোমার প্রিয়সখার যে অবস্থা হইয়াছে, তাঁহার জন্য আমার প্রিয়-সখীর তদপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। এস, তোমাকে

দেখাইতেছি।" অনন্তর উভয়ে অগ্রসর হইয়া আরণ্যকাকে নলিনীপত্রমধ্যে নিলীন অবস্থায় দর্শন করিলেন। আরণ্যকা তাহাদিগকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। মনোরমা হাসিয়া বলিল, "বসন্তক, তোমাকে দেখিয়া আমার প্রিয়সখীর সন্তাপ দূরীভূত হইয়াছে; দেখ, তিনি উঠিয়া বসিয়াছেন।" "অয়ি পরিহাসশীলে, কেন আমাকে অকারণ লজ্জা দিতেছ।" এই বলিয়া আরণ্যকা পরাঙ্মুখী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিদূষক আরণ্যকার এই প্রকার সলজ্জ ভাব অবলোকন করিয়া মনোরমাকে বলিলেন, "আমি চলিলাম; যদি তোমার প্রিয়সখী এইরূপ অত্যধিক লজ্জার ভাব দেখান, তাহা হইলে কিরূপে রাজার সহিত তাহার মিলন হইবে?" মনোরমা কিছুকাল চিন্তার পর সহর্ষে বিদূষকের কর্ণে কর্ণে কি পরামর্শ করিল। বিদূষক মনোরমার বুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিয়া তাহাকে নিভৃতে বলিল, "তোমরা সাজসজ্জা কর; আমি প্রিয়বয়স্যকে লইয়া আসিতেছি।" অনন্তর বিদূষক প্রস্থান করিল।

বিদূষকের প্রস্থানের পর মনোরমা প্রিয়দর্শিকাকে বলিল, "অয়ি কোপনশীলে, চল, আজ সেই নাটকের শেষ অংশটি অভিনয় করিতে হইবে; এখন প্রেক্ষাগৃহে গিয়া উপযুক্ত সাজসজ্জা করা যাউক।" অনন্তর উভয়ে সুসজ্জিত হইবার জন্য প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে দেবী বাসবদত্তা নাট্যাভিনয় দেখিবার জন্য সাংকৃত্যায়নী ও অন্যান্য পরিজনসহ প্রেক্ষাগৃহের দিকে আসিলেন। সকলে প্রেক্ষা-

গৃহের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাহারা দেখিলেন যে স্বর্ণস্তম্ভসমূহ মুক্তাহার ও রত্নরাশিদ্বারা মণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছে; এবং তথায় নিন্দিতাপ্সরোরূপা যুবতীগণ অভিনয়কৌতুক দর্শনের জন্য উৎসুকভাবে অবস্থান করিতেছেন। বাসবদত্তা আরণ্যকাকে স্বশরীরের আভরণ অর্পণ করিয়া বলিলেন যে, তুমি এই সমস্ত আভরণে সজ্জিত হইয়া বাসবদত্তার ভূমিকা গ্রহণ কর; এবং মনোরমাকে বলিলেন যে, আমার পিতা আর্য্যপুত্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে সমস্ত আভরণ দিয়াছিলেন, তাহা ইন্দীবরিকার নিকট আছে, তুমি সেই সমস্ত লইয়া আর্য্যপুত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সত্বর অভিনয় আরম্ভ কর। অনন্তর দেবী পরিজনসহ অভিনয়দর্শনের জন্য উপবেশন করিলেন।

অনন্তর অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথমে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কঞ্চুকী প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বীণাহস্তে বাসবদত্তার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সখীসহ আরণ্যকা প্রবেশ করিলেন। তিনি সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঞ্চনমালে, আজ আর্য্যপুত্রের আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন?" কাঞ্চনমালা উত্তর করিলেন, "রাজপুত্রি, আজ তিনি একটী পাগলকে দেখিয়া ও তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হাসিতেছেন।" আরণ্যকা হস্ততালি দিয়া বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে, সমানে সমানেই মিল হয়, তাহারা উভয়েই পাগল।" অনন্তর কঞ্চুকী তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন, "রাজপুত্রি, মহারাজ আদেশ করিয়াছেন যে, আগামী কল্য তাঁহাকে বীণা বাজাইয়া শুনাইতে হইবে;

আপনি বীণার তারে সুর ঠিক করিয়া রাখুন।" আরণ্যকা বলিলেন; "তাহা হইলে আপনি সত্বর বীণাচার্য্যকে পাঠাইয়া দিন।" "যাই আমি বৎসরাজকে পাঠাইয়া দিতেছি" বলিয়া কঞ্চুকী প্রস্থান করিলেন॥

চতুরা মনোরমার উপর বৎসরাজের ভূমিকা গ্রহণের ভার পড়িয়াছিল। সে পূর্ব্বেই বিদূষকের কর্ণে কর্ণে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, অভিনয়ের দিনে বিদূষক গোপনে বৎসরাজকে সঙ্গে লইয়া সাজ ঘরে আসিবেন, তাহা হইলে বৎসরাজ মনোরমার পরিবর্ত্তে স্বয়ং অভিনয়ে যোগ দিয়া আরণ্যকার সমাগম সুখ লাভ করিতে পারিবেন। রাজা তখনও আসিতেছেন না দেখিয়া মনোরমা কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে রাজা ও বিদূষক তাহার নেত্র পথে পতিত হইলেন। তখন রাজা বিদূষককে বলিতেছিলেন, "বয়স্য,

পূর্ব্ব মত শশধর নাহি দহে আমারে এখন;
অজস্র নিশ্বাসে কষ্ট নাহি পাই পূর্ব্বের মতন;
ওষ্ঠ নহে উষ্ণ এবে, চিত্ত মোর নহে শূন্য,
আলস্য নাহিক অঙ্গে আর;
বাঞ্ছিত যে বস্তু—তার ঐকান্তিক ধ্যানেতেও
লঘু হয় পূর্ব্ব দুঃখভার॥*

বয়স্য, যথার্থই কি মনোরমা বলিয়াছে যে তাহার প্রিয়সখী

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ।

আরণ্যকাকে বাসবদত্তা আমার দৃষ্টি পথ হইতে দূরে রাখিতেছেন? এবং আজ রাত্রে যে 'উদয়ন চরিত' নাটকাভিনয় হইবে, তাহাতে আরণ্যকা বাসবদত্তা সাজিবে এবং মনোরমার পরিবর্ত্তে আমি গিয়া বৎসরাজের ভূমিকা গ্রহণ করিলে নির্ব্বিঘ্নে সমাগম সুখানুভব করা যাইবে।" বিদূষক বলিলেন, "যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে একটু অগ্রসর হইয়া এস, ঐ দেখ মনোরমা তোমার বেশে সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে।" অনন্তর উভয়ে মনোরমার নিকটবর্ত্তী হইলে মনোরমা রাজার আভরনাদি উন্মোচন করিয়া দিলে রাজা নিজেই অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং বিদূষককে মনোরমার সহিত চিত্রশালায় গিয়া অভিনয় দর্শনের আদেশ করিলেন।

এদিকে রঙ্গমঞ্চে আরণ্যকা কাঞ্চনমালাকে বলিতেছেন, "প্রিয়সখি, এখন বীণা থাকুক, তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; বল দেখি, সত্য সত্যই কি পিতা বলিয়াছেন যে, বৎসরাজ যদি বীণা বাজাইবার সময়ে আমাকে অপহরণ করিতে পারেন, তবে তিনি বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন?" তখন স্বয়ং বৎসরাজ অভিনয়ের বেশে সজ্জিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন-পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি প্রদ্যোতপতির বিস্ময় উৎপাদন পূর্ব্বক বীণা বাদন সময়ে বাসবদত্তাকে অচিরাৎ অপহরণ করিব।" বৎসরাজকে মনোরমা মনে করিয়া দেবী বাসবদত্তা প্রভৃতি বলিতে লাগিলেন, "বা মনোরমা, বেশ হইয়াছে; তোমাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছে।"

এদিকে কাঞ্চনমালা আরণ্যকার কথার উত্তরে বলিলেন, "প্রিয়

সখি, সত্য সত্যই তোমার পিতার ইচ্ছা যে বৎসরাজের করে তোমাকে অর্পণ করেন; অতএব এখন হইতেই যাহাতে তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর।" আরণ্যকা বলিলেন, 'তবে একটি গান করি, শুন।' আরণ্যকা গাইলেন;

"ঘন-বন্ধনের জালে অবরুদ্ধ হেরিয়া সে
মানস গগন,
রাজহংস ইচ্ছা করে লয়ে যেতে দয়িতারে
আপন ভবন।" *

রাজা সঙ্গীতস্বরে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, 'কি সুন্দর সঙ্গীত! কি সুন্দর বীণাধ্বনি!' আরণ্যকা পুনর্ব্বার গাইলেন;—

অভিনব অনুরাগে করিয়াছে মত্ত যারে
প্রতিকূল কাম,
—এ হেন সে মধুকরী মধুকর সদনে সে
হ'য়ে যাচ্যমান,
প্রিয়-দরশন সেই প্রিয় মধুকরে
উৎসুক হয়েছে এবে দেখিবার তরে॥" *

আনন্দবিহ্বল বন্দী বৎসরাজ এবার প্রিয়শিষ্যাকে নিজের অর্দ্ধাসনে উপবেশন করাইয়া বলিলেন, "রাজপুত্রি, আর একবার বীণা বাজাও, শুনিতে আমার বড় কৌতূহল হইতেছে।" আরণ্যকা কাঞ্চনমালার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'সখি, দীর্ঘকাল

---

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ।

বীণা বাজাইয়া আমার হস্ত সকল অবশ হইয়াছে, আর বাজাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। কাঞ্চনমালাও লক্ষ্য করিলেন যে আরণ্যকার কপোল স্বেদবিন্দুপরিপূর্ণ হইয়াছে এবং তাহার অগ্রহস্ত কাঁপিতেছে। তখন উভয়ের প্রেমবিহ্বলভাব অবলোকন করিয়া কাঞ্চনমালা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, তখন রাজা আরণ্যকার করগ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, "রাজপুত্রি, তোমার মুখচন্দ্র হইতে ঘর্ম্মবিন্দুচ্ছলে নিশ্চয়ই সুধাবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে, কারণ তাহার স্পর্শে আমি উজ্জীবিত হইতেছি। আর তোমার কিশলয়কল্প কোমলকর আমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রীতির সঞ্চার করিতেছে।"

এদিকে দেবী বাসবদত্তা এই প্রকার অভিনয়ব্যাপার দেখিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিয়া সাংকৃত্যায়নীকে বলিলেন, "দেবি, আমি চলিলাম, এ সমস্ত অলীক প্রহসন আর আমি দেখিব না।" সাংকৃত্যায়নী তাহাকে বলিলেন, "আয়ুষ্মতি, কাব্যনাটকে প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে; আর এই করগ্রহণরূপ গান্ধর্ব্ব বিবাহ ত ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত; কেন অকারণ অসময়ে রসভঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইবেন?" বাসবদত্তা আর অপেক্ষা না করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া চিত্রশালাদ্বারে বসন্তককে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহাকে প্রবুদ্ধ করিলেন। বসন্তক নিদ্রালসনেত্রে বলিলেন, "মনোরমে, বয়স্য কি এখনও অভিনয় করিতেছেন?" বাসবদত্তা এই কথা শুনিয়া সবিষাদে বলিলেন "তাহা হইলে আর্য্যপুত্রই কি অভিনয় করিতেছেন? মনোরমা নহে!" মনোরমাও চিত্রশালাভ্যন্তরে থাকিয়া বিদূষকের মূর্খতার বিষয় সমস্ত অবলোকন করিয়া দেবীর

সমীপে উপস্থিত হইয়া কম্পিত কলেবরে তাহার পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া বলিল, "দেবি, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র দোষ নাই।" দেবী তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি; এই আরণ্যকাঘটিত নাটকে বসন্তকই সূত্রধার। মনোরমে, এই দুষ্ট ব্রাহ্মণকে বন্ধন করিয়া লইয়া চল, আমরা পুনর্ব্বার অভিনয় দর্শন করিব।" বিদূষককে হস্তে বন্ধন করিয়া লইয়া তাহারা পুনর্ব্বার অভিনয় স্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন বাসবদত্তা রাজার চরণে নীলোৎপলমালা স্থাপন পূর্ব্বক প্রণত হইয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, মনোরমা মনে করিয়া আপনার পাদপদ্মে পূর্ব্বে প্রণাম করি নাই, অপরাধ ক্ষমা করিবেন।" আরণ্যকা বাসবদত্তাকে দেখিয়া ভয়ে পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং রাজাও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সাংকৃত্যায়নী দেখিলেন যে আর এক নূতন নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল; অতঃপর আর সেখানে অবস্থান অকর্ত্তব্য মনে করিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা দেবীর আতাম্র-নয়নদর্শনে ও গদ্‌গদ্‌বাণী শ্রবণে বুঝিতে পারিলেন যে তিনি কুপিত হইয়াছেন। তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য রাজা তাহার পদ যুগলে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না। সহসা দেবীর ললাটে ভ্রূভঙ্গের উদয় হইল; বাত-বিকম্পিত বন্ধুজীবপুষ্পের ন্যায় তাহার অধর কম্পিত হইতে লাগিল। আরণ্যকাও বসন্তককে বন্দী করিয়া দেবী পরিজনসহ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজাও বিষম সঙ্কটে পড়িলেন; একদিকে আরণ্যকার বিষাদময়ী মূর্ত্তি; অন্যদিকে

রাজ্ঞীর কোপকুটিল মুখগাম্ভীর্য্য। নিরুপায় হইয়া তিনি দেবীকে প্রসন্ন করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন।

(৪)

আরণ্যকা ও বিদূষকের বন্দী অবস্থায় অন্তঃপুরপ্রবেশের কয়েক দিন পরে বিদূষক বন্ধনমুক্ত হইয়া পুনরায় রাজার সহিত মিলিত হইলেন ; কিন্তু দুঃখিনী আরণ্যকার ভাগ্যে বন্ধনমোচন ঘটিল না। তিনি কারাগারে দীনভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এই দুঃখের দশায় একদিন তিনি নিজের জীবন পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু প্রাণের সখী মনোরমার জন্য তাহাও ঘটিয়া উঠিল না।

এদিকে দেবী বাসবদত্তা একদিন একখানি পত্র পাঠে অবগত হইলেন যে, তাহার মাতৃস্বস্পতি অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্ম্মা, কলিঙ্গ-রাজ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হইয়াছেন। বাসবদত্তা এই বিপদ বার্ত্তা অবগত হইয়া দৃঢ়বর্ম্মাকে মুক্ত করিবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু বৎসরাজ এখন আরণ্যকার প্রেম-পিপাসায় উন্মত্ত, তিনি কি এখন তাহার অনুরোধ রাখিবেন, এই চিন্তায় বাসবদত্তা বড় ব্যাকুল হইয়া পণ্ডিতা সাংকৃত্যায়নীকে সমস্ত নিবেদন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সাংকৃত্যায়নী তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "দেবি, আপনি বৃথা চিন্তিত হইবেন না ; বৎসরাজ নিশ্চয়ই ইহার প্রতীকার করিবেন।" এদিকে বিদূষক বন্ধন মুক্ত হইয়া রাজার নিকট আরণ্যকার কষ্টকর-কারাকাহিনী

সমস্ত বিবৃত করিলেন। রাজা শুনিয়া বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন, তাহা "বৎস্য, বল দেখি, এখন কি উপায়ে প্রিয়াকে বন্ধনমুক্ত করি?" বিদূষক বলিলেন, "বয়স্য, এ অতি সহজ কার্য্য; এজন্য এত চিন্তিত হইতেছ কেন? চল তোমার গজ, বাজী ও পদাতিক লইয়া অন্তঃপুর আক্রমণ পূর্ব্বক আরণ্যকাকে উদ্ধার করি। অন্তঃপুরে কুব্জ, কঞ্চুকী, বৃদ্ধ ও বামন ভিন্ন আর কেহ নাই; সুতরাং আমাদের জয় অনিবার্য্য।" রাজা কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার সহিত বলিলেন,—"তুমি কেন অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য বলিতেছ? আমি জানি, দেবীর প্রসাদ ভিন্ন তাহার বন্ধনমোচনের আর অন্য কোন উপায় নাই। এখন কি করিয়া দেবীকে প্রসন্ন করা যায় তাহার উপায় বল।" বিদূষক বলিলেন, "ওহে, তবে একমাস উপবাস করিয়া জীবন ধারণ কর, তাহা হইলে দেবী চণ্ডী প্রসন্ন হইবেন।" রাজা হাস্য করিয়া বলিলেন, "বয়স্য, এ পরিহাসের সময় নয়; বল, আমি কি ধৃষ্টের ন্যায় হাসিতে হাসিতে দেবীর গমনপথ-অবরোধ করিয়া তাহার কণ্ঠগ্রহণ করিব? অথবা বিবিধ চাটুবচন-প্রয়োগে তাহাকে প্রীত করিব, অথবা কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহার পদযুগলে পতিত হইব? বল, কি করিলে দেবী প্রসন্ন হইবেন।" অনন্তর উভয়ে অগ্রসর হইয়া দেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা দেখিলেন যে বাসবদত্তার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ; তিনি মুহুর্ম্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন এবং বিষাদমলিন মুখে মৌন ভাবে অবস্থান করিতেছেন। তখন সাংকৃত্যায়নী রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, দেবীর মাতৃষ্বসৃপতি দৃঢ়বর্ম্মা, কলিঙ্গরাজকর্ত্তৃক বন্দী

হইয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া দেবী অত্যন্ত দুঃখাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন।” রাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “হায়, হায়, ইহার জন্য এত উদ্বেগ! আমি একেবারে কার্য্যসিদ্ধি হইলে দেবীকে সংবাদ দিব মনে করিয়া এতদিন এ বিষয়ে দেবীকে কিছুমাত্র বলি নাই। বহুদিন হইল আমি কলিঙ্গ জয়ের জন্য বিজয়সেনকে প্রেরণ করিয়াছি। সম্প্রতি সংবাদ পাইয়াছি যে সেই পাপাত্মা কলিঙ্গরাজ পরাস্ত হইয়া দুর্গপ্রবেশ পূর্ব্বক কোন রূপে আত্মরক্ষা করিতেছে। ভগবতি, দুই একদিন মধ্যেই সংবাদ পাইব যে,—‘আমার সৈন্যগণ দুর্গভগ্ন করিয়া কলিঙ্গরাজকে বন্দী করিয়াছে।”

এই সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল যে সেনাপতি বিজয়-সেন, দৃঢ়বর্ম্মার কঞ্চুকী সহ হর্ষোৎফুল্ললোচনে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। রাজা তাহাদিগকে ত্বরিত প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিলে পর, উভয়ে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া অভিবাদনাদি-পূর্ব্বক যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। তখন কঞ্চুকী নিবেদন করিলেন, “দেব, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বিজয়সেন কলিঙ্গরাজকে নিহত করিয়া আমার প্রভুকে স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতঃ আপনার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন।” এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তা, বৎসরাজ প্রভৃতি অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। কঞ্চুকী পুনরায় বলিলেন, ‘দেব, আপনার অনুগ্রহে আমার প্রভুর অভিলাষ পরিপূর্ণ হইয়াছে; তিনি আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, তাহার শরীর ও প্রাণ,

সমস্তই আপনার আয়ত্ত; আপনি ইচ্ছানুসারে যে কোন কার্য্যে তাহা নিয়োগ করিতে পারেন। আমাদের রাজপুত্রী প্রিয়দর্শিকা অকস্মাৎ অরণ্যে পরিভ্রষ্ট হওয়ায় আপনার সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল না এই জন্য আমাদের মহারাজ বিশেষ দুঃখিত আছেন; যাহা হউক আপনি বাসবদত্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সেই দুঃখ কতক দূর হইয়াছে।" বাসবদত্তা এই কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন "কঞ্চুকিন্, আমার ভগিনী প্রিয়দর্শিকা কিরূপে অকস্মাৎ অরণ্যে পরিভ্রষ্ট হইল?" কঞ্চুকী বলিলেন, 'রাজপুত্রী, সেই দুরাচার কলিঙ্গরাজ আমাদের রাজ্য আক্রমণ করিলে, আর সেই স্থানে অবস্থান অনুচিত মনে করিয়া, আমি রাজপুত্রীকে সঙ্গে লইয়া বৎসরাজের নিকট আসিতেছিলাম; অনন্তর পথে বিন্ধ্যকেতুর গৃহে তাহাকে রাখিয়া আমি স্নানের জন্য সমীপবর্ত্তী অগস্ত্যতীর্থে গমন করিয়াছিলাম। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, বিন্ধ্যকেতু একদল নৃশংস সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন এবং সেই সুন্দর প্রদেশ জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। তদবধি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও রাজপুত্রীর আর কোনও সন্ধান পাই নাই।"

এই সময়ে আরণ্যকার প্রিয়সখী মনোরমা ত্বরিতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "দেবি, সেই তপস্বিনীর প্রাণ-সংশয় উপস্থিত।" বাসবদত্তা উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি প্রিয়দর্শিকাবৃত্তান্ত কিছু জান, মনোরমে?" মনোরমা উত্তর করিল, "না, আমি প্রিয়দর্শিকার বিষয় কিছু জানিনা;

আমাদের আরণ্যকা বিষপান করিয়াছেন, আপনি সত্বর তাহার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করুন।” বাসবদত্তা সসম্ভ্রমে বলিলেন, “মনোরমে শীঘ্র যাও, আরণ্যকাকে সত্বর এইস্থানে লইয়া আইস; আর্য্যপুত্র নাগলোক হইতে বিষবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি সত্বর তাহাকে সুস্থ করিতে পারিবেন।” অনন্তর বিষবেগ-মলিনা আরণ্যকা তথায় আনীত হইলেন। আরণ্যকা বলিলেন, “কেন তোমরা আমাকে অন্ধকারের ভিতর আনয়ন করিতেছ?” আরণ্যকার দৃষ্টিপর্য্যন্ত বিষসংক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া বাসবদত্তা ত্রস্তভাবে রাজার হস্তধারণ-পূর্ব্বক বলিলেন, “আর্য্যপুত্র, সত্বর আপনি এই তপস্বিনীর প্রাণরক্ষা করুন।” আরণ্যকাকে প্রিয়দর্শিকার অনুরূপ দেখিয়া কঞ্চুকী বাসবদত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবি, এই কন্যা কোথা হইতে পাইলেন?” বাসবদত্তা উত্তর করিলেন, “ইনি বিন্ধ্যকেতুদুহিতা, নাম আরণ্যকা; বিজয়সেন বিন্ধ্যকেতুকে নিহত করিয়া ইহাকে আনয়ন করিয়াছেন।” তখন কঞ্চুকী সবিষাদে বলিলেন—“বিন্ধ্যকেতুর ত কোন দুহিতা ছিল না; হায়, হায়, এই আমাদের সেই রাজপুত্রী প্রিদয়র্শিকা।” এই কথা শুনিয়া বাসবদত্তা শোকাবেগ সহকারে বলিলেন “আর্য্যপুত্র, আমার ভগিনী বিপন্ন; আপনি সত্বর তাহার প্রাণরক্ষা করুন।” তখন রাজা আচমন করিয়া প্রিয়দর্শিকার শরীর স্পর্শপূর্ব্বক মন্ত্র স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নরেন্দ্রবিদ্যাপ্রভাবে * প্রিয়দর্শিকা চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক সুপ্তোত্থিতার

* নরেন্দ্র = বিষবৈদ্য।

স্থায় শনৈঃ শনৈঃ গাত্রোত্থানকরতঃ, তত্রত্য জনগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া সখীকে বলিলেন, "মনোরমে, আমি দীর্ঘকাল ঘুমাইয়া ছিলাম।" তখন কঞ্চুকী প্রিয়দর্শিকার পদে প্রণত হইয়া বলিলেন, "রাজপুত্রী, আমি আপনার পিতার আজ্ঞাধীন ভৃত্য।" প্রিয়দর্শিকা, কঞ্চুকী বিনয়বসুকে চিনিতে পারিয়া, "হা তাত, হা মাতঃ," "বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কঞ্চুকী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "রাজপুত্রী, শোকের প্রয়োজন নাই; বৎসরাজের প্রভাবে আপনার পিতা পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; আপনার জনকজননী প্রভৃতি সকলেই কুশলে আছেন।" বাসবদত্তা প্রিয়দর্শিকার কণ্ঠগ্রহণপূর্ব্বক সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "ভগিনি, ক্ষমা কর; তোমাকে চিনিতে পারি নাই, তাই এত কষ্ট দিয়াছি; এস ভগিনি, তোমার অলীকবেশ পরিত্যাগ করিয়া ভগিনী স্নেহের পরিচয় দাও।" তখন বিদূষক বাসবদত্তাকে বলিলেন, "দেবি, আপনিত ভগিনীর কণ্ঠগ্রহণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছেন, কিন্তু আমাদের রাজবৈদ্যের পুরস্কারের কথা কি একেবারে ভুলিয়া গেলেন?" বাসবদত্তা উত্তর করিলেন, "বসন্তক, আমি কিছুই ভুলি নাই।" অনন্তর তিনি প্রীতিপ্রফুল্লমুখে প্রিয়দর্শিকার করগ্রহণপূর্ব্বক রাজারকরে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। এইরূপে বৎসরাজ ও প্রিয়দর্শিকার পাণিগ্রহণ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। তখন বাসবদত্তা রাজাকে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনার আর কি প্রিয়কার্য্য করিতে পারি, বলুন।" রাজা উত্তর করিলেন, "দেখ, প্রিয়ে, তোমার

মাতৃষস্বপতি দৃঢ়বর্ম্মা পুনর্ব্বার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; তোমার কোপকলুষমন আজ নির্ম্মল হইয়াছে; তোমার প্রিয়ভগিনী প্রিয়দর্শিকা আমার জন্য প্রাণ লাভ করিয়া পুনর্ব্বার তোমার সহিত মিলিত হইয়াছেন; প্রিয়তমে, প্রার্থনা করিবার প্রিয়পদার্থ আমার আর কিছুই নাই, তথাপি [ভরতবাক্য] ইন্দ্র প্রভৃত বারিবর্ষণে পৃথিবীর শস্যসম্পদ্ বৃদ্ধি করুন। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যথাবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণকে প্রীত করুন। সাধুসঙ্গ কল্পান্ত পর্য্যন্ত সুখকর হউক এবং দুর্জ্জনগণের বজ্রকঠিন নিন্দাবাদ সমূলে নিঃশেষিত হউক ॥”

[প্রিয়দর্শিকা কথা সমাপ্ত]।